CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 27 July, 2020 ■ আগরতলা, ২৭ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১২ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সম্পূর্ণ লকডাউনের প্রাক্কালে রবিবার আগরতলায় লেইক চৌমুহনী বাজারে ক্রেতার ভিড়। ছবি নিজস্ব।

আজ থেকে তিন দিনের জন্য রাজ্যে সম্পূর্ণ লকডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। করোনা সংক্রমণ রুখতে রাজ্যে ৩ দিনের লকডাউন শুরু হচ্ছে আগামীকাল। আর এই লকডাউন যেন সকলে মেনে চলেন এরজন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস। রবিবার আগরতলায় পুলিশ সদর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই আহ্বান জানিয়ে পুলিশ সুপার বলেন লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হলেই আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যে উদ্বেগজনক ভাবে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে।

প্রতিদিন সংক্রমণের সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুও। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘোষণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও বাল্য বিবাহ রুখে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আবারও কৈলাশহর চাইল্ড লাইন ও মহকুমার প্রশাসনের তৎপরতায় কুজ্জার এলাকায় আটকে গেল বাল্যবিবাহ, শনিবার বিকেল বেলা চাইল্ড লাইনের কাছে খবর আসে কৈলাশহর কুজ্জার এলাকায় বাল্য বিবাহ হচ্ছে খবরের সত্যতা যাচাই করে বিষয়টি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি নজরে নেয়,চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি চেয়ারম্যানের নির্দেশে চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি কৈলাশহর মহকুমার শাসক চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ কৈলাশহর মহিলা থানার ছজ্জ শিবানী দেববর্মা নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ওঁছট্ট কে সঙ্গে নিয়ে পাত্রীর বাড়ি কুজ্জার এলাকায় হাজির হয়ে ঘটনাটির সত্যতা খুঁজে পায়,যদিও এক্ষেত্রে পাত্রের বয়স ঠিকঠাক থাকলেও পাত্রী আইন অনুযায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে আরও দুই জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৩৭, সুস্থ ১২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। রাজ্যে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। মৃতদের একজন পশ্চিম জেলার এবং অপরজন গোমতী জেলার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় টুইট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে, এদিন রাজ্যে করোনায় নতুন সংক্রমিতের সংখ্যা ৩৭ জন।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এদিন ২৫৬৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৩৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এই ৩৭ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে এন্টিজেন টেস্টে। এদিন মোট ১৬৮৫ জনের এন্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। তাছাড়া আরটি-পিসিআর টেস্ট করা হয়েছিল ৮৮২ জনের। প্রত্যেকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

আক্রান্ত ৩৭ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় সাতজন, সিপাহীজলা জেলায় দশজন, গোমতী জেলায় এগার জন, খোয়াই জেলায় একজন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন আটজন। অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে রবিবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১২৬ জন।

এদিন যে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের একজন গোমতী জেলার উদয়পুরের রাজারবাগ এলাকার বাসীন্দা। ৭৬ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি কিডনীজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাঁকে রবিবার তেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ব্যক্তি ও তাঁর ছেলে দুজনেরই এন্টিজেন টেস্ট করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল হাসপাতালে। নমুনা সংগ্রহ করার পর কয়েকঘন্টা হাসপাতালে হুইল চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ওই ব্যক্তিকে। এরই মধ্যে তিনি হুইল চেয়ারেই বসা অবস্থায় মারা যান। এন্টিজেন টেস্টের রিপোর্ট আসার পর দেখা যায় মৃত ব্যক্তির কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে, আগরতলায় আইএলএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক কিডনী রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তির বাড়ি আগরতলা শহরের মধ্যপাড়ায়। কয়েকদিন আগে কিডনীজনিত রোগের কারণে তাঁকে আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তার নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল। আজই রিপোর্ট এসেছে। তবে এরই মধ্যে রবিবার তিনি হাসপাতালেই মারা যান। তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্টও পজেটিভ এসেছে বলে আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

করোনা সংক্রমণ রুখতে রাজ্যে ৩ দিনের লকডাউন শুরু হচ্ছে আগামীকাল। আর এই লকডাউন যেন সকলে মেনে চলেন এরজন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস। রবিবার আগরতলায় পুলিশ সদর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই আহ্বান জানিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাসিয়ামঙ্গলে গণধর্ষণ কান্ডে ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ জুলাই।। তেলিয়ামুড়ায় গণধর্ষণ কাণ্ডে শনিবার রাতে আরও ১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই নিয়ে নাবালিকার প্রেমিক সহ ৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এর আগে পুলিশ গণধর্ষণ কাণ্ডে জাহেদ মিয়া , আহমেদ আলী এবং নাবালিকার প্রেমিক রুপেশ সরকারকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সোনামুড়ার বেজিমাড়া গ্রামের বাসিন্দা হাজির মিয়ার বাড়ি থেকে এই গণধর্ষণ কাণ্ডের তেলিয়ামুড়া থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে সোনামুড়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় অভিযুক্ত বাবুল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। পরে রাতেই অভিযুক্ত বাবুল মিয়াকে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসা হয়।

ফের সামরিক পর্যায় বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত ও চিন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই।। পূর্ব লাদাখের ডেপসাং সমভূমি, প্যাংগং ঝিল, গোগড়া হট স্প্রিং এর বিতর্কিত এলাকাগুলি নিয়ে ফের মুখোমুখি সামরিক পর্যায় আলোচনায় বসতে চলেছে ভারত এবং চিন।

এর আগে সামরিক কমান্ডার পর্যায়ে দুই দেশের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল। পরে হট লাইনের মাধ্যমে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু তাতে কোনও সমাধান সূত্র বেরিয়ে না আসার ফলে ফের মুখোমুখি সামরিক শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে দুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজারে শেষ মুহূর্তে ক্রেতার ভীড় এক তৃতীয়াংশ দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত মার্চেন্ট এসো'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সোমবার ভোর ৫ টা থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হবে তিন দিনের লকডাউন। আর এই লকডাউনকে সামনে রেখে সামাজিক দূরত্বের জলাঞ্জলি দিয়ে রবিবার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে ভিড় জমিয়েছে ক্রেতারা। লেইক চৌমুহনী বাজারেও একই চিত্র ফুটে উঠে। এইদিন লেইক চৌমুহনী বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বাজারে আসা ক্রেতারা জানান অন্যান্য দিনের তুলনায় এইদিন বাজারে দ্বিগুণ ক্রেতা ভিড় জমিয়েছে।

জায়গা সংকুলনের কারনে লেইক চৌমুহনী বাজারে বজায় থেকেনি সামাজিক দূরত্ব। ক্রেতা বিক্রেতা সকলের বক্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে লকডাউন জরুরি ছিল। তাই সরকার লকডাউন ঘোষণা করে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এইদিন বাজার গুলিতে যে ভাবে ক্রেতার ভিড় বৃদ্ধি পেয়েছে তা বিপজ্জনক। বাজার গুলিতে ক্রেতাদের ভিড় নিয়ন্ত্রন করার জন্য প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি ছিল বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন ক্রেতা বিক্রেতারা।

তিন দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর রবিবার সকাল থেকে শহর এলাকার বাজারগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় বাড়তে শুরু করে। কিন্তু বাজারগুলিতে নিত্য সামগ্রী এবং খাদ্যদ্রব্য যথাযথ পরিমাণে রয়েছে। তবে সোমবার থেকে তিন দিনের লকডাউন হলেও বাজারগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ দোকান খোলা রাখা হবে। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় এবং মেলাঘর বাজার ও ধলাই জেলার কমলপুর বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বাকি সমস্ত বাজার লকডাউনের দিনগুলিতে এবং লকডাউনের পর কিভাবে সরকারি নির্দেশিকা মেনে দোকান খোলা রাখা হবে সেই বিষয়ে রবিবার অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে এক বৈঠক হয়।

রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলির বাজার কমিটি এবং কো-অর্ডিনেটের সাথে আলোচনা করেন তারা। রবিবার অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান সভাপতি তুষার চক্রবর্তী। তিনি আরো বলেন, আগামী তিনদিন মানুষের বাড়ি বাড়ি নিত্য সামগ্রী হোম ডেলিভারি দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয় এদিন। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কান্তি দেব রায়, পান গোপাল সাহা সহ অন্যান্যরা।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বদলি তালিকা ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ জুলাই ।। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কাজকর্মে রীতিমতো বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। একটি বদলির তালিকায় যার নাম রয়েছে সেই শিক্ষকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ওই শিক্ষক দপ্তরের মন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ইউ কে চাকমার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি বদলির তালিকা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ দেববর্মা। জানা গিয়েছে, গত ২৭/০৭/২০২০ তারিখে মেলাঘর ঠাকুরপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ দেববর্মার হাতে দপ্তরের তরফ থেকে বদলির তালিকা পৌঁছে। সেই তালিকায় লেখা রয়েছে ৩১ জুলাই ২০২০ তারিখের মধ্যে প্রধান শিক্ষক প্রদীপ দেববর্মাকে গোমতী জেলার উদয়পুরে পূর্বফুটামাটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নিতে হবে। এই বদলির তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরে প্রদীপ দেববর্মার নাম রয়েছে। এই অর্ডারে লেখা রয়েছে প্রদীপ দেববর্মা ধলাই জেলার গন্ডাছড়া আনন্দমোহন রোয়াজা স্মৃতি হাইস্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। অথচ প্রদীপ দেববর্মা ২০১৯ সালের ৮ মার্চ ওই স্কুল থেকে বদলি হয়ে মেলাঘর ঠাকুরপাড়া হাইস্কুলে আসেন। ওই বদলির অর্ডারের নম্বর এফ২/১১/৪/সেক-২০১৮ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। এই বদলির পর প্রদীপ দেববর্মা ঠাকুরপাড়া স্কুলেই দায়িত্বে রয়েছেন। অথচ অতিরিক্ত সচিব ইউকে চাকমার স্বাক্ষর সম্বলিত বদলির তালিকায় প্রদীপ দেববর্মার কর্মস্থল এখনো গন্ডাছড়ার আনন্দমোহন রোয়াজা স্মৃতি হাইস্কুলেই দেখানো হয়েছে।

এই বদলির তালিকা দেখে হতবাক হয়ে যান প্রধান শিক্ষক প্রদীপ দেববর্মা। কিভাবে দপ্তর এমন ভুল করলো এই প্রশ্ন তুলেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল পোল্ট্রি ফার্ম, ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সিধাই মোহনপুর এর ভাগলপুরে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট করে একটি পোল্ট্রি ফার্ম এর সমস্ত মোরগ মেরে ফেলা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পোল্ট্রি ফার্ম এর মালিকের নাম স্বপন দাস। পরিবারের লোকজন জানান হঠাৎ এই এলাকায় বিদ্যুৎ চলে যায়। স্বপন দাস এর স্ত্রী পোল্ট্রি ফার্ম এর কাছে গিয়ে লক্ষ করেন ফার্মের সমস্ত মোরগ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মরে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন জানান।

এটি একটি নাশকতামূলক ঘটনা বলে পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত সে সম্পর্কে অবশ্য সঠিক কোনো তথ্য পরিবারের তরফ থেকে বলা হয়নি।পোল্ট্রি ফার্ম এ ধরনের নাশকতামূলক কাণ্ড জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ট্রি ফার্মের মালিক জোরালো দাবি জানিয়েছেন।এ ধরনের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে।তবে কে বা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোটে আইএনপিটিকে সাথে নিয়ে চলবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই। আবারও আইএনপিটির সাথে মধুচন্দ্রিমা হতে চলেছে কংগ্রেসের। একসময়ের জোটসঙ্গী কংগ্রেসকে তালাক দিয়েছিল আসন রফা নিয়ে। কিন্তু, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে আইএনপিটিকে সাথে নিয়ে চলতে চায় কংগ্রেস। এমনটাই জানা গেল কংগ্রেস ভবন থেকে।

আইএনপিটিকে সাথে নিয়েই আগামী এডিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কংগ্রেস। রবিবার সরাসরি একথা জানিয়ে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এডিসি নির্বাচন প্রসঙ্গে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন প্রদেশ সভাপতি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই আইএনপিটির নেতৃবৃন্দের সাথে প্রাথমিক ভাবে আলোচনা হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও আইএনপিটিকে সাথে নিয়েই কংগ্রেস যেমন এডিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় তেমনি আইএনপিটিও পূর্বের মতো কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা করেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। শ্রী বিশ্বাস বলেন, পাহাড়ে বিজেপি তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেনি। আর আইপিএফটি গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোটা দেশে একদিনে আক্রান্ত ৪৮৬৬১

সতর্কতা ও সচেতনতার মাধ্যমে হারাতে হবে করোনাকে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.)।। করোনাভাইরাস রোধে সতর্কতা এবং সচেতনতার উপর ফের গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান পরিস্থিতিতে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা যে একান্ত প্রয়োজন, তা ফের একবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মান কি বাতের ৬৭ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বিগত কয়েক মাস ধরে করোনার বিরুদ্ধে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করে এসেছে। যে ভয়ের ধারণা করা হয়েছিল তার প্রায় সবই বানচাল করে দিয়েছে দেশবাসী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার ভারতে বেশি। মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। একজনের মৃত্যুও কাঙ্ক্ষিত নয়।দুঃখজনক।কিন্তু ভারত কোটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। করোনার এই সংকট যে সহজে যাওয়ার নয়, তা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বহু জায়গায় করোনা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়তি সতর্ক হতে হবে।

এটা মনে রেখে চলতে হবে যে প্রথম দিনকার মত এখনও সক্রিয় করোনা। মুখে মাস্ক পরা, দুই গজ এর দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক না পেলে গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢাকা, ঘন ঘন হাত ধোয়া, যত্রতত্র থুতু না ফেলা অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। মাস্ক পরতে কারো যদি অসুবিধা হলে তবে সেই সময় তার উচিত চিকিৎসক-নার্সদের কথা মনে করা। যারা পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পড়ে ৮ ঘন্টা থেকে ১০ ঘন্টা টানা পরিশ্রম করে চলেছে। এদিনের মন কি বাতে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। গ্রামীণ এলাকাগুলোতে কোয়ারেন্টাইন করতে পঞ্চায়েতগুলো যে বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করেছে তার উল্লেখ করেন তিনি। করোনা মহামারীর কারণে জেরবার ভারত।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দিবসের দিন মহামারী থেকে মুক্তি লাভের জন্য অঙ্গীকার করার আহ্বান দেশবাসীর কাছে করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন কি বাতের ৬৭ তম পড়বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, পরবর্তী মন কি বাত আসার আগে। স্বাধীনতা দিবস আসবে।

এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ভিন্নভাবে হবে। যুব সমাজসহ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আহ্বান এই স্বাধীনতা দিবসের থেকে মুক্তি পাওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি নতুন জিনিস শেখানো এবং জানার আগ্রহ নিজের কর্তব্যের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে।আত্মনির্ভর ভারতের মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকের কন্যাকে কুপ্রস্তাব, চা বাগান মালিককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা চাবাগানে এক শ্রমিক কন্যাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় ওই বাগানের মালিক অখিল মালাকারকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন শ্রমিকরা।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে অকিল মালাকার নামে ওই ব্যক্তি সরলা চা বাগানের মালিক। দুই কানে জায়গা নিয়ে তিনি চা বাগান গড়ে তুলেছেন। ওই চা বাগানে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা শ্রমিক রয়েছে। গত তিন চার দিন ধরে এক কন্যাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসে চা বাগানের মালিক অখিল মালাকার। বিষয়টি নিয়ে চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকদিন ধরেই কানাঘষা চলছিল। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা শেষপর্যন্ত ওই ব্যক্তিকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৮৪ ▫ ২৭ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ১১ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মানবতার অপমান

মানবিকতা মনুষ্যত্ব হারাইয়া একশ্রেণীর দ্বিপদী জন্তুরূপী মানুষ মানব সমাজকে বড় বেশী লজ্জায় ফেলিয়া দিয়াছে। প্রতিবাদ করিতে গিয়া রোগীরা ডাক্তারকে হেনস্থার নামে যাহা করিয়াছেন তাহা মানবিকতার ইতিহাসে নজীরবিহীন কলংক হইয়া থাকিবে। মহিলা স্বাস্থ্য আধিকারীক ডাক্তার সংগীতা চক্রবর্তীর উপর রোগীরা থুথু ও মুখের কুলকুড়ি ছিটাইয়া দিয়া উল্লাস নৃত্য করিতে থাকেন। শহীদ ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে কয়েকজন করোনা আক্রান্ত রোগীর হাতে চরম লাঞ্ছনার শিকার হইতে হইয়াছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য আধিকারীক ডাঃ সংগীতা চক্রবর্তীকে। এই ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমে তীব্র ঝড় উঠে। পাঁচজন করোনা আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাকে শহীদ ভগৎ সিং করোনা চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়া যান ডাঃ চক্রবর্তী। তখনই মারমুখী হইয়া উঠে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হওয়া একশ্রেণীর রোগীরা। তাহাদের বক্তব্য এই পাঁচজনকে এখানে ভর্তি করিলে জায়গার সঙ্কুলান হইবে না। এই পরিস্থিতির নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। কিন্তু, একজন চিকিৎসকের উপর থুথু ও মুখের কুলি ছুড়িয়া ফেলিবার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব আছে ইহা মানবিকতার মৃত্যু, মনুষ্যত্বের নির্লজ্জ অপমান।

শহীদ ভগৎ সিং এ শনিবার যাহা ঘটিল তাহা যেকোনও মানবতাবাদী লোক প্রতিবাদই শুধু হইবে না লজ্জায় মুখ ঢাকিবে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হইবে। যেসব রোগী এই জঘন্য মানবতাবিরোধী কাজ করিয়াছে তাহাদের চিহ্নিত করিয়া জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা উচিত। যাহারা এই জঘন্য কাজ করিয়াছে তাহারা যে পশুরও অধম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদের কাছে দেশপ্রেম, মানবতার মূল্য নাই। তাঁহারা স্বার্থপর পশুর দল। ত্রিপুরার মানুষ এইসব নরপিচাশদের নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে না। যেসব চিকিৎসকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়া রোগীদের পরিষেবা দিতে দিনরাত খাটিয়া চলিয়াছেন তাহারা রোগীদের দ্বারাই অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে রাজ্যে চিকিৎসকরা কত বেশী জীবনের ঝুঁকি নিয়া কাজ করিতেছেন। মুখে মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ। তাহা তো হারাইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় চিকিৎসকদের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে কাহাদের জন্য এই জীবন দিয়া লড়িয়া যাওয়া। চিকিৎসকরা আক্রান্ত হইতেছেন অন্যদের রোগ মুক্তি করিতে গিয়া। সেখানে একশ্রেণীর রোগী পশুর মতো আচরণ করিবার পরও বহাল তবিয়তে থাকিয়া যাইবে?

করোনা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত রাজ্য। আক্রমান্তদের সংখ্যা বাড়িতে থাকায় রাজ্য সরকার দিশাহারা। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তার স্বাস্থ্য কর্মীর দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, রোগীরা যদি জ্ঞানশূণ্য হইয়া চিকিৎসকদের উপর নগ্ন আক্রমণ চালাইয়া মনুষ্যত্ব মানবতা বিসর্জন দিতে পারে সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সংকট ও পারে। মনুষ্যত্বের অপমান, মানবতা বিরোধী কাজ তো প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। কিন্তু, মহিলা চিকিৎসককে যেভাবে নাজেহাল অসম্মান করা হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন শাস্তির ব্যবস্থা করা খুব বেশী জরুরী। চিকিৎসকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও জোরদার করা দরকার। রোগীদের মধ্যে অনেকেই সৎ মানুষরাও আছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রতিবাদী হইবেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের এইখানেই যে সৎ সজ্জন রোগীদেরও এখানে প্রতিবাদী হইতে দেখা গেল না।। ত্রিপুরার একটি ঐতিহ্য আছে, এখানে বহিঃরাজ্যের পর্যটকরা বেড়াইতে আসিয়া মুগ্ধ হন। আতিথেয়তায় ও ভাল ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যেই ত্রিপুরার মানুষ অনেক বেশী গর্ববোধ করিতে পারে। এই গর্বের জায়গাটা কি দিনে দিনেই হারাইয়া যাইতেছে? মানুষ কি দিনে দিনেই ঐতিহ্য হারাইয়া আসুরিক তান্ডবে মাতিয়াছে? আমরা বিশ্বাস করি, ত্রিপুরার মানুষ সেই গর্বের রাজ্য গড়িতে প্রাণপন লড়াই করিবেন। মানবতা ও মনুষ্যত্বে অপমান রাজ্যকে আরও দূর্বল, শক্তিহীন করিবে সন্দেহ নাই।

করোনা আক্রান্তের সাহায্যে বরো ভিত্তিক কল সেন্টার চালু করছে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.): পুরসভার ১৬টি বরোতেই চালু হচ্ছে করোনা কলসেন্টার। এই কল সেন্টারের দায়িত্বে থাকবেন করোনাজয়ীরা। সমস্যার গুরুত্ব বুঝে আক্রান্তের বাড়িতে উপস্থিত হবেন তাঁরা। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ। পাশাপাশি প্রয়োজন হলে এই করোনা যোদ্ধারাই হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন করোনা আক্রান্তদের।

কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের উদ্যোগে পুরসভার অধীনস্ত ১৬টি বোরোতে একটি করে কল সেন্টার চালু করা হবে। এই প্রতিটি সেন্টারেই তিনটি শিফটে ২৪ ঘন্টা করে লোক থাকবে। এরা সকলেই করোনা জয়ী বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত। এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসা, অন-কলের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ওষুধ দেওয়া, ভরতির ব্যবস্থা সবটাই করবেন তাঁরা। প্রয়োজন হলে এম্বুলেন্স জোগাড় করা না গেলে বাইক নিয়ে করোনা আক্রান্তদের হাসপাতালেও ভর্তি করে দেবেন তাঁরা।

করোনা জয়ী অল্প বয়স্ক যুবকদের এই কাজে লাগানো হবে বলেই পুর সূত্রে খবর। এদিকে যেহেতু এরা করোনা কে জয় করেছে তাই এদের দেহে এন্টিবডি তৈরি আছে বলে এরা আক্রান্তের সংস্পর্শে গেলেও সংক্রমনের সম্ভাবনা অনেক কম। পাশাপাশি যাদের এই কাজে নিয়োগ করা হবে তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাইক থাকতে হবে। অন্যদিকে এই সকল করোনা জয়ীদের বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দেবে পুরসভা। একইসঙ্গে এরা মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সাম্মানিকও পাবেন।

করোনা সংক্রমণ নিয়ে সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারনা ছড়াচ্ছে। যা নিয়ে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। পাড়ায় কেউ আক্রান্ত হলে তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করছে প্রতিবেশীরা। এই সকল বিষয়ে রাশ টানতে ওই কোভিড যোদ্ধারাই শহরের করোনা আক্রান্ত সন্দেহভাজনদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং করবেন। এছাড়াও করোনা সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ আসছে পুরসভার কাছে। সেই সমস্যার সমাধানও করা হবে এই ১৬টি কল সেন্টার থেকেই।

এই প্রসঙ্গে অতীন ঘোষ জানান, 'বিশিষ্ট করোনাজয়ীদের দিয়ে কোভিড মোকাবিলায় সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হবে। আর আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অন্য করোনাজয়ীদের কোভিড হাসপাতালে, সেফ হোম, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে করোনা মোকাবিলায় নানা কাজে নিয়োগ করা হবে।'

এবার সংক্রমণ এড়াতে মহামেডান ক্লাবে বসছে স্যানিটাইজিং টানেল

কলকাতা,২৬ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরের জাকিয়ে রাজ করছে করোনা। করোনা আতঙ্কে বন্ধ ময়দান লাগোয়া ক্লাবগুলিও। আর এবার সংক্রমণ এড়াতে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বসাতে চলেছে স্যানিটাইজিং টানেল। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলকাতা ময়দানের প্রথম ক্লাব হিসেবে স্যানিটাইজিং টানেল বসাতে চলেছে। আগামী সপ্তাহেই বসবে এই টানেল। জানা যাচ্ছে, ক্লাব তাঁবুর পিছনের ক্যান্টিন লাগোয়া গেটে বসানো হবে স্যানিটাইজিং টানেল। ওই টানেল দিয়েই সবাইকে প্রবেশ করতে হবে মাঠে। সূত্রের খবর, আগামী ২৮ জুলাই ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে ক্রীড়াসংস্থাগুলোর। সেখানেই হাজির থাকবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারা। ৫ আগস্ট থেকে দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগের জন্য অনুশীলন শুরু করতে পারে মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর প্র্যাকটিস হবে ক্লাবের মাঠে। প্র্যাকটিস শুরু করার সরকারি অনুমোদন নিয়ে আলোচনা হতে পারে বৈঠকে।

দাউদ ইব্রাহিমের পথ নিতে চলেছেন জাকির নায়েক : আর কে সিনহা

নিজেকে ইসলামিক বিদ্বান মনে করা দাঙ্গাবাজ জাকির নায়েক এখনও নিজেকে সংশোধন করেননি। আসলে নিজের ভুলগুলিকে সংশোধন করার ইচ্ছা তার মধ্যে নেই। উস্কানিমূলক মন্তব্য করে ভারতীয় সমাজে বিভাজন তৈরি করার একাধিক চেষ্টা তিনি করে গিয়েছেন। এখন মালয়েশিয়ায় থেকে তিনি বলেছেন যে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে হিন্দু মন্দির তৈরি করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। এমনটা হলে তা ইসলামবিরোধী হয়ে উঠবে।

তাকে কারো জিজ্ঞাসা করা উচিত যে কোন যুক্তির ভিত্তিতে তিনি ইসলামাবাদে হিন্দু মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করছেন? পরিস্থিতি ও পরিষদকে বিষাক্ত করতে চান জাকির নায়েক। এই বিষাক্ত ব্যক্তিত্ব থেকে আর ভালো কিবা আশা করা যায়। হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন তিনি। তার পূর্বপুরুষ যে ভারতীয় ছিল সেটা ভুলে গিয়েছেন।

মনে করছে যে সোজা আকাশ থেকে মাটিতে এসে পড়েছেন।

ভারত থেকে পালিয়ে প্রায় চার বছর ধরে মালয়েশিয়ায় আস্তানা গেড়েছেন জাকির নায়েক। সেখানকার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহাতির মহমুদ তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বর্তমানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন মহাতির। বর্তমানে পুত্রজয়া শহরে রয়েছেন জাকির নায়েক। এই শহর মালয়েশিয়ার রাজধানী কোয়ালালপুরে কিছু দূরে রয়েছে। সেখান থেকে তিনি প্রতিনিয়ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং হিন্দু সমাজের প্রতি বিষোদগার করে চলেছেন। তারই বিষোদগার থেকে রক্ষা পায়নি মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী হিন্দুরাও। একবার তিনি এও বলেছিলেন যে এখানে বসবাসকারী হিন্দুরা মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মাহাতির থেকেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি বেশি অনুগত। এখন আপনারা বুঝতে পারছেন জাকির নায়েক কতটা নিচু মানসিকতার লোক।

আসলে মালয়েশিয়ায় ২০-২৫ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয় বসবাস করে থাকেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ তামিল হিন্দু। এদের মধ্যে কিছু ভারতীয় মুসলমান এবং শিখ সম্প্রদায়ের রয়েছে। এই সকল ভারতবংশীরা ভারতীয় শিকড়ের প্রতি সংযুক্ত।

কিন্তু তারা মালয়েশিয়াকেও নিজেদের দেশ বলে মনে করে। সেখানকার সংসদেও ভারতীয় বংশোদ্ভুত রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার মন্ত্রী ও হয়েছে। ফলের জাকির নায়েকের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং বিদ্বেষ মূলক মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে মন্দির নির্মাণের বিপক্ষে নিজের মতামত ব্যক্ত করে সেখানকার কট্টরপন্থী মোল্লাদের খুশি করেছেন জাকির নায়েক। কখনো যদি তাকে মালয়েশিয়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে আশ্রয় দেবে পাকিস্তান। তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য হাফিজ সঈদ এবং মাওলানা আজহার মাহমুদের মতন কট্টরপন্থীরা পাকিস্তানী প্রশাসনের ওপর আগামী দিনে চাপ সৃষ্টি করবে। সেই পরিস্থিতি তৈরি করতেই পাকিস্তানে মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করে চলেছেন জাকির নায়েক। মালয়েশিয়ায় যে আর বেশিদিন থাকতে পারবেন না সেটা ভালই বুঝতে পেরেছেন জাকির নায়েক। তাকে আশ্রয়দানকারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদ এখন ক্ষমতার বাইরে রয়েছেন। মহাথিরের মানসিকতা বরাবরই ভারতবিরোধী ছিল। কাশ্মীর সহ একাধিক প্রসঙ্গে বরাবর ভারতের বিরোধিতা করে গিয়েছে সে। এমনটা নয় যে মোদি সরকার যাবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে তবে থেকে মহাথির ভারতবিরোধী। বর্তমানে তার বয়স ৯০ ছুঁইছুঁই।

অন্যদিকে সে দেশে বসবাসকারী হিন্দুরা জাকির নায়েকের উপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। জাকির নায়েককে ভারতে পাঠিয়ে দিতে তৎপর সেখানকার প্রবাসীরা। কারণ ভারতের জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই চাপ থেকে বাঁচতে চাইছেন জাকির নায়েক। তাইতো পাকিস্তানের দিকে চলে যাওয়ার মনোনিবেশ করেছে তিনি।

সর্বদা কোট-প্যান্ট-টাই পরে থাকা জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংস করার জন্য উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে। জাকির নায়েকের প্রত্যর্পণের জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে বারবার মালয়েশিয়াকে বলে আসা হচ্ছে। কিন্তু জাকির নায়েককে বাঁচিয়ে চলেছে মালয়েশিয়া সরকার। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মহম্মদ ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে রয়েছে বলে চিন্তিত জাকির নায়েক।মনে করা হচ্ছে মালয়েশিয়া থেকে যাকে বিতারিত করে দিলে সে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা। আর সেই কারণেই পাকিস্তানি কট্টরপন্থীদের।

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে হিন্দু মন্দির নির্মাণ এর বিরোধিতা করে অবরোধ এবং বিরোধ লেগেই রয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে ধর্মীয় সভাগুলোতে হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানি লেখক তারিক ফাতেহ এই প্রসঙ্গে ভিডিও জারি করেছেন। মন্দির তৈরি হলে মস্তক ছেদ করা হবে বলে হুমকিও দিয়েছে বহু কট্টরপন্থী নেতা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম নেওয়ার ৭০ বছর পরেও ইসলামাবাদে একটিও হিন্দু মন্দির না থাকায় এটা প্রমাণিত যে সে দেশটি বড় বেশি সাম্প্রদায়িক। পাকিস্তানের মৌলবাদীরা এবং জাকির নায়েক একই ভাষায় কথা বলছেন।

এখানে লক্ষ্য করে দেখার বিষয় আরব আমিরশাহির রাজধানী আবুধাবিতে মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমি পুজা গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তখন কিন্তু জাকির নায়েক এর কোন বিরোধিতা করেননি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে একটিও কথা বলেননি তিনি।মন্দির তৈরি করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সরকার ২০ হাজার বর্গ মিটার জমি হিন্দুদের দিয়েছেন। আরব আমিরশাহির সরকার যে জাকির নায়েক কে পাত্তা দেবে না সেটা সবার জানা। ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে সম্পর্ক মধুর।

মনে করা হচ্ছে দাউদ ইব্রাহিমের মতন জীবনের শেষ দিনগুলি জাকির নায়েক পাকিস্তানেই অতিবাহিত করবেন। ভারতে এলে তার জেল নিশ্চিত। তাই নিরাপত্তার জন্য পাকিস্থানে আশ্রয় নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে। ভারতের সাদাসিধে মুসলমানদের নিজের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভাষণে মোহিত করার চেষ্টা করেছিলেন জাকির নায়েক। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। ইংরেজি বলতে পারা কট্টর মৌলবাদী জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে জাকির নায়েক।

ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ ও সংস্কৃতির কলঙ্ক হচ্ছে জাকির নায়েক। ভারত শাহিদ ব্রিগেডিয়ার আবদুল হামেদা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম, অভিনেতা ইফান খানকে দেশ সম্মান করে থাকে। এরা দেশের গৌরব। আবার এই দেশ জাকির নায়েক যেমন সমাজ তোড়কার মল্লে তার নায়েক কেমন মানাবে।

দেশ ভক্তি এবং জনসেবার সেবার জন্যই তারা আজ আমাদের প্রকৃত নায়ক। বিচ্ছিন্নতাবাদী বিশ্বাস করা জাকির নায়েক ভারতের প্রকৃত নায়ক নন।

ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনা ভারতীয়দের রক্তে বহমান। সংস্কৃত ভাষাতেও একই কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের এয়ারফোর্স প্রধান ইদ্রিস হাসান আলী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ড এপিজে আবদুল কালাম ছিলেন। কিন্তু ভারতের সব কিছুতেই খারাপ দেখতে অভ্যস্ত জাকির নায়েক। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

প্রজ্ঞা ধরা পড়ার পর জানা গেল ত্রিদেশীয় জঙ্গি নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে

বাসুদেব ধর

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিদেশীয় জঙ্গি নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী করছে জঙ্গ সংগঠনগুলো। গ্রেফতার এড়িয়ে জঙ্গি তৎপরতা চালাতে ব্যবহার করা হচ্ছে নারী জঙ্গিদের। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি, আনসার আল ইসলাম ও নব্য জেএমবি ছয় বছর ধরে এজন্য কাজ করছে। পুরুষ জঙ্গিদের পাশাপাশি চলছে নারী জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ। নারী জঙ্গিদের সমন্বয়ে গঠিত আত্মঘাতী স্কোয়াড দিয়ে দেশে বড় ধরনের নাশকতা ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কয়েকদিন আগে ভাবতের পশ্চিমবঙ্গের প্রজ্ঞা দেবনাথ ধর্মান্তরিক হয়ে আয়েশা জান্নাত ওরফে জান্নাতুত তাসনিম পরিচয়ে ঢাকায় এসে জঙ্গি তৎপরতা চালানোর সময় গ্রেফতার হওয়ার পর তদন্তে এমন সব ভয়াবহ তথ্য বের হয়ে এসেছে।

তদন্ত সূত্র জানায়, সদরঘাট থেকে এক নারী জঙ্গি গ্রেফতার হওয়ার পর পাওয়া তথ্যের বিত্তিতে ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ওই নারী জঙ্গি একসঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নাগরিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাকে চারদিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ। গত চার বছরে গ্রেফতারকৃত ৩৭ জন নারী জঙ্গির মধ্যে ৩৩ জনই জামায়াতে ইলামির ছাত্রী সংগটনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এর মধ্যে ২৪ জন আত্মঘাতী মানসিকতা পোষণ করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার ওয়ালিদ হোসেন বলেন, গত ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকার সদরঘাট এলাকা থেকে আয়েশা জান্নাত মোহন ওরফে জান্নাতুত তাসলিম ওরফে প্রজ্ঞা দেবনাথ নামের যে নারী জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে সে নব্য জেএমবি'র (জামাআতুল মুজিহিদীন বাংলাদেশ) নারী শাখার অন্যতম সদস্য। তার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট, বাংলাদেশের একটি জন্ম বিনন্ধন সার্টিফিকেট, একটি বাংলাদেশী জাতীয় পরিচয়পত্র ও জঙ্গিবাদের আলামত সমৃদ্ধ দুটি মোবাইল ফোন পাওয়া যায়। পুলিশের কাউন্টার টেরিজম অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ এই নারীকে গ্রেফতার করে।

ওমানপ্রবাসী এক বাংলাদেশীর সঙ্গে বিয়ের পর এদেশে এসে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছে ভারতীয় এই নারী জঙ্গি। রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে গ্রেফতারের পর মতিঝিল থানার সন্ত্রাস বিরোধী আনের মামলায় শুক্রবার পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবদ করা হচ্ছে। ভারতীয় ওই নারী অলাইনে জঙ্গি তৎপরতায় অংশ নিতে গিয়ে অনলাইনে ওমার প্রবাসী বাংলাদেশী আমির হোসেন সাদ্দামের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর টেলিফোনে দু'জনের মধ্যে বিয়ে হয়— এমনটাই জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে।

পুলিশর কাউন্টার টেরিজিম ইউনিট (সিটিটিসি)-র উপ কমিশনার সাইফুল ইসলাম বলেছেন, ধর্মন্তরিত এই নারী-জঙ্গি আগে থেকে সে নব্য জেএমবি'র নারী শাখার সঙ্গে অনলাইনে যোগাযোগ রাখতে। সেখান থেকে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমান হয় এবং এক পর্যায়ে নব্য জেএমবি'র নারী শাখার প্রধান আসমানী খাতুনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। পঁচিশ বছর বয়সি ওই নারীর নাম আয়েশা জান্নাত মোহনা ওরফে জান্নাতুত তাসনিম। ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে তার নাম ছিল প্রজ্ঞা দেবনাথ। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় তার বাড়ি। এই তরুণী একাধিকবার বৈধভাবে বাংলাদেশে এসেছে। তার এই আসা যাওয়ার কারণ কি ছিল তা জানার চেষ্টা হচ্ছে। সর্বশেষ গত অক্টোবরে স্বামী সাদ্দামের পরামর্শে তাসলিম বাংলাদেশে এসে আসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন বলে জানান সিটিটিসি'র কর্মকর্তা। তদন্ত সংস্থা সিটিসিসি'র সূত্রে জানা গেছে, এই নারী জঙ্গ বাংলাদেশের আসার পর সে ভুয়ো জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট তৈরি করে তা দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে। তা দিয়ে নব্য জেএমবি'র সদস্যদের সহায়তায় ঢাকার কেরানীগঞ্জে ও নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিভিন্ন মাদ্রাসায় চাকরি নেয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর কমলাপুর এলাকা থেকে আসমানী খাতুন ওরফ আসামা ওরফে আমাতুল্লাহ সিটিটিসি'র হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। ২৮ বছরের এই নারীর বিরুদেধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়। ওই মামলায় রিমান্ড শেষে তিনি এখন কারাগারে রয়েছেন। ওই মামলাতেই ধর্মান্তরিত ভারতীয় এই তরুণীকেও গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে আসমানী গ্রেফতার হওয়ার পর ধর্মান্তরিক ভারতীয় এই নারী চাকরি ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যায় এবং গোপনে বন্য জেএমবি'র নারী সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন।

প্রজ্ঞা অনলাইনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর ধর্মান্তরিত হয়ে অনলাইনে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। সেখান থেকে নব্য জেএমবি'র সদস্যরা তাকে দলে ভেড়ান। রেপর থেকে আসামানীর পরামর্শে সে সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। তার আরও বেশ কিছু সহযোগী আছে। তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে সিটিটিসি'র কর্মকর্তার দাবি। ভারতের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাল হয়েছে শনিবার

পড়াশোনায় খারাপ ছিল না মেয়ে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধামিক ভালই রেজাল্টা করেছিল। সংস্কৃত নিয়ে ভির্ত হয়েছিল ধনিয়াখালি কলেজে। তবে পড়া শেষ করার আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় প্রজ্ঞা। বাবা প্রদীপ দেবনাথ দিনমজুরের কাজ করেন । মা গীতা বাড়িতেই সেলাই করে ফেরি করেন জামাকাপড় দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থা। তার মধ্যে ছেলে এবং মেয়ের পড়াশানা চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রজ্ঞার বাবা প্রদীপ ও মা গীতা।

কিন্তু প্রজ্ঞার বাবা প্রদীপ ও মা গীতার দাবি, ঢাকার পুলিশের কাছে ২০০৯ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছে সেটা ঠিক না। সে সময় মেয়ের কোন ও পরিবর্তন তাদের চোখে পড়েনি। তবে কলেজে যাওয়ার পর থেকে যে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মেয়ে জড়িয়ে পড়েছিল তা তারা স্বীকার করেন। এলাকার বাসিন্দারাও বলেন, প্রজ্ঞা কলেজে পড়ার সময় থেকেই বাইরের লোকজন আসা-যাওয়া শুরু করে ওদের বাড়িতে। তারপর আমার প্রতিবাদ করলে বাইরের লোকেরা আসা-যাওয়া বন্ধ হয়। প্রজ্ঞার মা গীতা বলেছেন, আমার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে বেকার। ছেলে একটা বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থায় চাকরি করতে। কিন্তু সেই চাকরি ও লকডাউনের সময় চেল গিয়েছে।

সিটিটিসি'র একজন কর্মকর্তা বলেন, গত ফেব্রুয়ারির মাসে নব্য জেএমবি'র মহিলা শাখার প্রধান আসমানি খাতুন গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই সংগঠনের মহিলা শাকা বকলমে চালাচ্ছিল প্রজ্ঞা। গ্রেফতারের সময় প্রজ্ঞার কাছ থেকে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

তদন্ত সংস্থা সিটিটিসি'র কর্মকর্তার জিজ্ঞাসাবাদে ধর্মান্তরিত ওই ভারতীয় নারী জানিয়েছেন, ২০০৯ সালে নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় সকালে কাগজে ছবি দেখে প্রজ্ঞা দেবনাথের পরিবারের সবাই চিনতে পারেন তাকে, আইএস ভাবধারায় গড়ে ওঠা নব্য জামাতাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) জঙ্গিগোষ্ঠীর মহিলা ব্রিগেডের নেত্রী আয়েশা জান্নাত মোহনাই প্রকৃতপক্ষে হুগলির ধনিয়াখালির কেশবপুর গ্রামের প্রজ্ঞা দেবনাথ। বৃহস্পতিবার তাকে ঢাকা থেকে পাকড়াও করে বাংলাদেশের পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটি-সিটিটিসি। প্রজ্ঞার মা গীতা দেবনাথ বলেছেন, গীতা দেবনাথ বলেছেন, দিনটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সে কলকাতা যাওয়ার কথা জানায়। তারপর থেকে লাপাত্তা। বেশ কয়েকদিন পরফোন আশে অচেনার নম্বর থেকে । মাকে মেয়ে জানায় সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বিয়েও করেছে সেই ধর্মের এক ছেলেকে। তারপর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মেয়ে যে জঙ্গি দলে না মলিখেছে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি বাবা, মা আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশীরাও।

কিন্তু প্রজ্ঞার বাবা প্রদীপ ও মা গীতার দাবি, ঢাকার পুলিশের কাছে ২০০৯ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছে সেটা ঠিক না। সে সময় মেয়ের কোন ও পরিবর্তন তাদের চোখে পড়েনি। তবে কলেজে যাওয়ার পর থেকে যে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মেয়ে জড়িয়ে পড়েছিল তা তারা স্বীকার করেন। এলাকার বাসিন্দারাও বলেন, প্রজ্ঞা কলেজে পড়ার সময় থেকেই বাইরের লোকজন আসা-যাওয়া শুরু করে ওদের বাড়িতে। তারপর আমার প্রতিবাদ করলে বাইরের লোকেরা আসা-যাওয়া বন্ধ হয়। প্রজ্ঞার মা গীতা বলেছেন, আমার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে বেকার। ছেলে একটা বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থায় চাকরি করতে। কিন্তু সেই চাকরি ও লকডাউনের সময় চেল গিয়েছে।

বাংলাদেশের গোয়েন্দা সূত্র বলছে, এই নারী একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিক। সে আর কোনও দেশের নাগরিকও হতে পারে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এই নারী কি উদ্দেশে বাংলাদেশে এসেছে তা স্পষ্ট নয়। ধারণা করা হচ্ছে করোনা পরিস্থিতিতের সুযোগ নিয়ে সে জঙ্গি তৎপরতা শক্তিশালী করতেই এখানে এসেছে। আবার ভারতে সে মোস্টাওয়ান্টেড হয়েও এদেশে পালিয়ে আসতে পারে। এব্যাপারে ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। পাশাপাশি তার বাংলাদেশী জন্ম নিবন্ধন সার্টিপিকেট সঠিক কিনা তা যাচাই বাছাই করে দেখা হচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্র আরও বলছে, দেশে পুরুষ জঙ্গিদের তৎপরতা থাকার বিষয়টি আগাগোড়াই জানা ছিল। নারী জঙ্গিদের তৎপরতা পুরুষ জঙ্গিদের চেয়েও কোনও কোন ক্ষেত্রে যে আরও বেশি তা জানা যায় ২০১৪ সালে। ওই বছরের ২ অক্টোবর পশ্চিবঙ্গের বর্ধমান নজেলার খাগড়াগড়ে জেএমবি'র আস্থানায় বিস্ফোরণে জেএমবি জঙ্গি শাকিল আহাম্মদ ওরফে শাকিল গাজী ও সোবাহান মণ্ডল ওরফে সোবাহান শেখ নিহত হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার মার্চেন্ট এসোর উদ্যোগে আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে ফাটল বাড়ছে

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৬।। অনেক বছর ধরে বিএনপির কাঁধে ভর করে পথ চললেও বিএনপির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দূরত্ব তৈরি হয়েছে জামায়াতের। এ দূরত্ব এখন অনেকটাই দৃশ্যমান। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে বিএনপি গুরুত্ব দেয়ায় তা আজও মানতে পারেনি জামায়াত। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দলটির নানা কর্মকাণ্ডে। ফলে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্কের ফাটল আরো বাড়ছে বলে দাবি করেন ঐক্যফ্রন্টের একজন শীর্ষ নেতা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই নেতা বলেন, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে মধুর। জামায়াতকে রাজনীতিতে শক্ত জায়গা করে দেয়ার জন্য বিএনপিকে কম কথা শুনতে হয়নি। বিশেষ করে ২০০১ সালে জামায়াতের দুই নেতাকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেয়ায় বিএনপিকে দেশবাসীর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তবে দৃশ্যপট পালটাতে থাকে ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর। যখন মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের একের পর এক ফাঁসি হয়, তখন বিএনপিকে পাশে পায়নি জামায়াত। এমনকি জামায়াতের ওই সব নেতার পে কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখায়নি বিএনপি। এতে হতাশ ও ুব্ধ হয় জামায়াত। এরপর থেকে বিএনপি সরকারবিরোধী যত আন্দোলন-সংগ্রামের ডাক দিয়েছে, সেগুলোতে জামায়াত নৈতিক সমর্থন দিয়েই দায় এড়িয়েছে। কৌশলগত কারণে জোট থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও আগের সেই সখ্যতা আর দেখা যায়নি। এমনকি ২০ দলীয় জোটের বৈঠকে জামায়াতের শীর্ষ পর্যায়ের কোনো নেতাকেও দেখা যায়নি।

বিএনপি-জামায়াতের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে আলাদা একটি জোটে বিএনপি শরিক হওয়ার পর। বিএনপি কার্যত ২০ দলকে পেছনে ফেলে নতুন জোটের নেতাদের নিয়ে কাজ করে। ড় কামালের নেতৃত্বাধীন ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতাদের কেউ জামায়াতকে মেনে নিতে পারেনি। এমনকি জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ না করায় বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন দল বিকল্পধারা বিএনপির সঙ্গে জোটে আসেনি। ড় কামাল, কাদের সিদ্দিকী, আ স ম রব, মাহমুদুর রহমান মান্না শেষ পর্যন্ত বিএনপির সঙ্গে জোট করলেও দলটির সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক মেনে নেননি। এসব বাস্তবতা সত্ত্বেও বিএনপি সুকৌশলে চেষ্টা করেছে ২০ দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে সমান্তরালে হাঁটতে। এেত্র বিএনপিকে হোঁচট খেতে হয়েছে প্রতি পদে। শেষ পর্যন্ত ২০ দলকে আড়ালে রেখে ঐক্যফ্রন্টকেই সামনে দিয়ে নির্বাচন করে বিএনপি।

২০ দল ও ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা আজ পর্যন্ত একসঙ্গে বসেনি। সিদ্ধান্ত নিতে দুই জোটের সঙ্গে আলাদাভাবে বসতে হয়েছে বিএনপিকে। এতে ত্রও বাধা জামায়াত। এসব নিয়ে দুই জোটের শরিকদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করছে। একাদশ সংসদ নির্বাচনে শোচনীয় ভরাডুবি হয় বিএনপি জোটের। দুই জোটের ২৭ দল মিলে পায় মাত্র সাতটি আসন। এরপরই জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। বিএনপিতে জামায়াতবিরোধী বলয় হিসেবে যারা পরিচিত, তারা মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত দলটির সঙ্গ ছাড়তে চাপ সৃষ্টি করে শীর্ষ নেতাদের।

এদিকে, জামায়াতও বঞ্চনা নিয়ে বিএনপির সঙ্গে থাকবে কেন- তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। দলটির প্রবীণ নেতাদের একটি বড় অংশের যুক্তি হচ্ছে- শুধু বিএনপিকে রাজপথে ও ভোটের মাঠে শক্তি জোগানোর কারণে তাদের (জামায়াত) রাজনীতির করুণ পরিণতি হয়েছে। তাই জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলের অন্য শরিকদের প্রতিনিধিরা বিএনপির ডাকা মিটিংয়ে থাকলে জামায়াতের কেউ আসে না।

বিএনপি নেতারা অস্তিত্ব প্রমাণে টিভির পর্দায় কথা বলেন: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৬।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'জনগণ এমনকি কর্মীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন বিএনপি নেতারা অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যই শুধু টিভি'র পর্দায় কথা বলেন।'

রবিবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা সুদীপ্ত কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক মিয়া আলাউদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য আওলাদ হোসেন প্রমুখ এ আলোচনায় অংশ নেন।

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর আহমেদের 'সরকার দুর্নীতিতে বেসামাল' মন্তব্যের প্রতি তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড় হাছান বলেন, 'সীমাহীন দুর্নীতি-দুঃশাসনের কারণে যারা দেশকে পরপর ৫ বার যারা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিল, একবার অবশ্য আফ্রিকার একটি দেশের সাথে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন-সেই বিএনপি'র মুখপাত্র হচ্ছেন রিজভী আহমেদ। তারা যখন দুর্নীতির কথা বলে, তখন লোকে হাসে।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেন, 'পেট্রোল বোমার রাজনীতি করার কারণে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু জনগণ থেকেই নয়, বিএনপি নেতারা তাদের কর্মীদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

টেলিভিশনে উপস্থিতির মাধ্যমে তারা তাদের অস্তিত্বটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং সেই লযই বিভিন্ন কথা বলে, এছাড়া অন্য কিছু নয়।'আর যারা টেলিভিশনে বসে বসে কথা বলছেন, তারা কিন্তু বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াননি, মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

১৪৫ কিলোমিটার বেগে টেক্সাস উপকূলে আছড়ে পড়ল হ্যারিকেন হান্না

টেক্সাস, ২৬ জুলাই (হি. স.) : করোনার আক্রমণের মধ্যেই হ্যারিকেন হান্নায় বিধ্বস্ত আমেরিকার টেক্সাস। শনিবার সন্ধ্যায় টেক্সাস -এর পেডর এলাকায় আছড়ে পড়ে ২০২০ সালে আটলান্টিক সাগরে সৃষ্টি হওয়া প্রথম এই ঘূর্ণিঝড়টি।১৪৫ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া ঝড় ও তার সঙ্গে হওয়া প্রবল বৃষ্টির জেরে টেক্সাসের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ভূমিধসে ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সেখানকার জনজীবন।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আমেরিকার স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় টেক্সাস -এর পেডর এলাকায় আছড়ে পড়ে ২০২০ সালে আটলান্টিক সাগরে সৃষ্টি হওয়া প্রথম এই ঘূর্ণিঝড়টি। গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার। এর জেরে সেখানে প্রবল ঝড়বৃষ্টির পাশাপাশি ভূমিধসও। রবিবার সকাল পাঁচটা নাগাদ ভয়াবহ এই সামুদ্রিক ঝড়টি টেক্সাসের অন্য জায়গাতে প্রকোপ দেখাতে শুরু করে এর ফলে প্রায় সমস্ত পরিষেবাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শনিবার সকালেই এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল টেক্সাসের গর্ভনর গ্রেগ অ্যাবোট -এর তরফে। তিনি ৩২টি এলাকা ভারী দুর্যোগের সতর্কতা জারি করেছিলেন। এর ফলে বেশিরভাগ মানুষই বাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে হান্নার প্রকোপে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।-

বাংলাদেশে একদিনে ৫৪ মৃত্যু আক্রান্ত ২২৭৫

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৬।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরো ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৯২৮ জন। এছাড়া নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ২৭৫ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ২৩ হাজার ৪৫৩ জন।

রোববার দুপুর আড়াইটায় নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৭৮ জনের নমুনা পরীা করা হয়। ৮১টি ল্যাবে এসব নমুনা পরীা করা হয়। এখন পর্যন্ত নমুনা পরীা করা হয়েছে ১১ লাখ ১১ হাজার ৫৫৮টি। অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৯২ জন। এ নিয়ে সুস্থ হলেন মোট এক লাখ ২৩ হাজার ৮৮২ জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

অবৈধভাবে মালয়েশিয়া প্রবেশের পথে নৌকাডুবিতে নিহত অন্তত ২৪ জন রোহিঙ্গা

কুয়ালালামপুর, ২৬ জুলাই (হি. স.) : অবৈধভাবে মালয়েশিয়া প্রবেশের পথে নৌকাডুবিতে নিহত অন্তত ২৪ জন রোহিঙ্গা । থাইল্যান্ডের কাছে অবস্থিত মালয়েশিয়া উপকূলে ২৫ যাত্রীর এই নৌকাডুবিতে একজন রোহিঙ্গা যুবক সাঁতরে উপকূলে পৌঁছতে সমর্থ হলেও তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এপ্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত কেডাহ ও পারলিস রাজ্যের উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রধান মহম্মদ জাওয়াহি আবদুল্লাহ জানান, এটি নৌকা করে ২৫ জন রোহিঙ্গার একটি দল সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া উপকূলে আসার চেষ্টা করছিল। তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজ না থাকায় বিপজ্জনক এলাকা দিয়ে নৌকা নিয়ে আসার ফলে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। নৌকার থাকা ২৪ রোহিঙ্গা শরণার্থী জলে ডুবে মারা গেলেও একজন সাঁতার কেটে লাঙ্গাকাই দ্বীপের সৈকতে পৌঁছে যায়। নুর হোসেন নামে ২৭ বছরের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে জেরা করে পুরো ঘটনা জানার চেষ্টা চলছে। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ওই যুবককে জেরা করে নৌকাটি কেন ডুবে গেল তা জানার চেষ্টা চলছে। তার পাশাপাশি উপকূলরক্ষী বাহিনীর দুটি এয়ারক্রাফট ও দুটি বোট নিয়ে সমুদ্রে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও মৃতদেহ উদ্ধার হয়নি।

সোনারপুরে জলাধার বুঝিয়ে আবাসন, ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জাতীয় পরিবেশ আদালতের

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.):সোনারপুরে জলাজমি বুজিয়ে দু'হাজার ফ্ল্যাটের ওয়েট ল্যান্ড আবাসন ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। সম্প্রতি, ১৬ জুলাই এই রায় ঘোষনা করেন বিচারপতি ওয়াংডি ও নাগিন নন্দার ডিভিশন বেঞ্চ। এই মুহূর্তে জাতীয় পরিবেশ আদালতে প্রায় ১২০০ অবৈধ আবাসন প্রকল্প যা জলা জমি বুজিয়ে হয়েছে সেই কেস ঝুলছে। তাই আদালতের এই রায় আগামী দিনে অসাধু প্রোমোটারদের জন্য কড়া হুঁশিয়ারি হয়ে থাকল।

উল্লেখ্য, বেআইনি ভাবে জলা জমি বুজিয়ে আবাসন প্রকল্প তৈরির প্রতিবাদ জানিয়ে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এই মামলাটি করেছিলেন। এর আগে রাজ্য সরকারের হস্তেপ দাবি করে চিঠিও লিখেছিলেন। উত্তর না পেয়ে বাধ্য হয়ে জয়দীপ পরিবেশ দূষণের বিধি ভঙ্গের জন্য জাতীয় পরিবেশ আদালতের দারস্থ হন। তারপরেই আদালত রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও প্রশাসনিক স্তরের রিপোর্টে পাঠায়। সেই রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে এই আবাসন প্রকল্প কে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। স্বভাবতই ইস্ট কলকাতা জলাভূমি রক্ষা কমিটি ও খেয়াদহ পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াই এর পর অবশেষে তথ্যের ভিত্তিতে জয় হল আইনজীবী জয়দীপের। তিনি এই জয়কে সত্যের জয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কলকাতা ও শহরতলি জুড়ে জলা জমি বুজিয়ে আবাসন গড়ে তোলা প্রমোটারদের কাছে এখন জলভাত। যতই রাজ্য প্রশাসন কড়া মনোভাব দেখাক বা স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদ করুক। প্রশাসনের কড়া আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যত্র তত্র কলকাতা ও শহরতলিতে জলাজমি বুজিয়ে গড়ে উঠেছে বড় বড় আবাসন প্রকল্প। সোনারপুরের ২০০০ ফ্ল্যাটের এই আবাসন প্রকল্প তারই অন্যতম উদাহরণ।

এ প্রসঙ্গে জয়দীপ বলেন, '২০০৮ সালে বাম আমল থেকেই এই আবাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিলেন বাম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ প্রমোটার ভোলা পাইক। যদিও ঐ অসধু প্রমোটার দাবি করেন আদালতের কাছে ২০০৪ সালে খেয়াদহ পঞ্চায়েত প্রধানের অনুমতি নিয়ে এই আবাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু নিয়ম অনুসরে পঞ্চায়েত প্রধানের অনুমতির এখানে কোন মান্যতা নেই। তবুও অবৈধ ভাবে আনুমানিক ৪০০ বিঘা জলা জমি বুজিয়ে এই আবাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রশাসনিক স্তরেও এই আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার সময় বিরোধিতা করে থানায় এফআইআর ও পরিবেশ আদালতে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুর নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব অসধু প্রমোটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কিছু তোয়াক্কা না করেই কাজের গতি আরও বাড়িয়ে দেয় ঐ অসধু প্রমোটার। প্রশাসনিক স্তরে এই নির্মাণের বিরোধিতা করা হলেও ইস্ট কলকাতা জলাভূমি রক্ষা কমিটি ও খেয়াদহ

ছয়ের পাতায়

চতুর্থ রিপোর্ট নেগেটিভ, করোনা মুক্ত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

রিও ডি জেনিরো, ২৬ জুলাই (হি. স.) : করোনা মুক্ত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বসোনারো। শনিবার তাঁর করোনা পরীক্ষার চতুর্থ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট। সুস্থতার নেপথ্যে কৃতিত্ব দিয়েছেন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনকে। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের স্বাস্থ্যের খবর জানিয়ে, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের প্যাকেট হাতে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট।

গত ৭ জুলাই করোনা আক্রান্ত হন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বসোনারো। তারপর থেকে হোম আইসোলেশনেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। বলসোনারো জানিয়েছিলেন যে তিনি করোনামুক্ত হতে নির্ভর করছেন

ছয়ের পাতায়

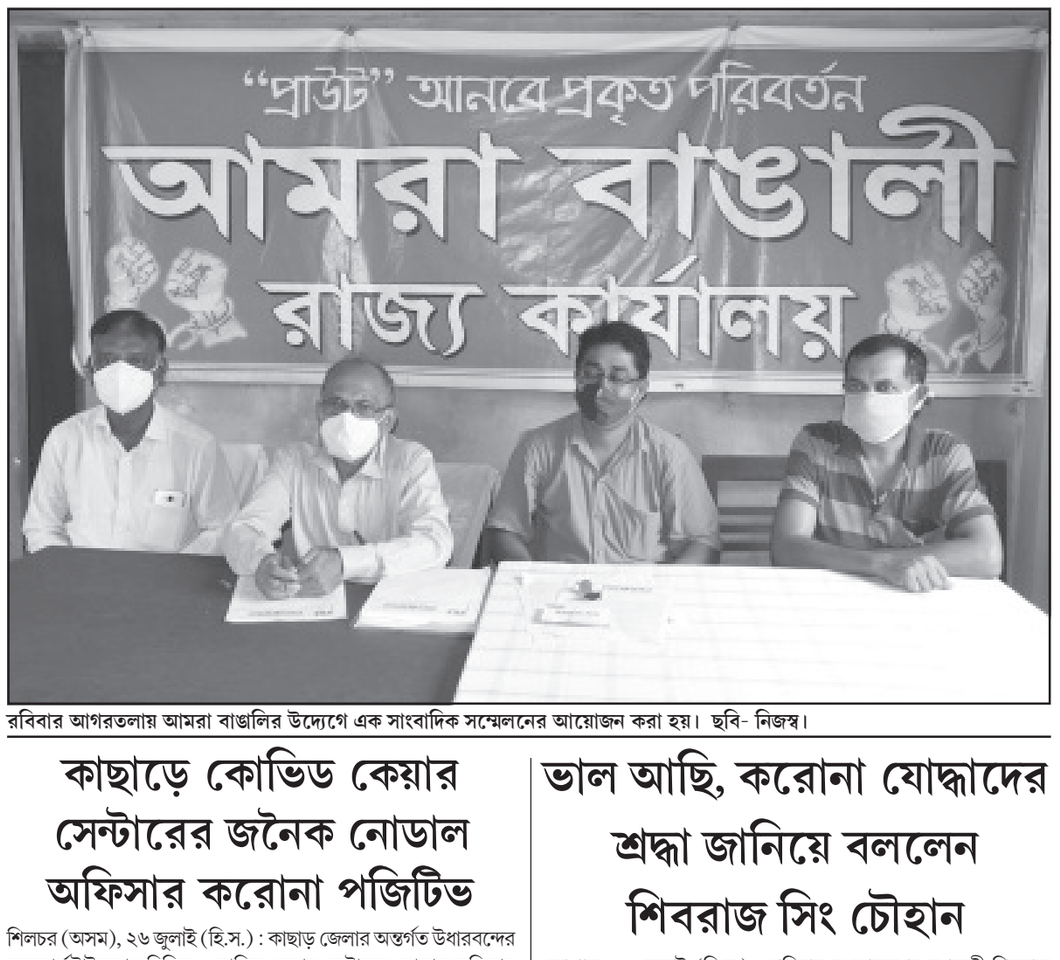

রবিবার আগরতলায় আমরা বাঙালির উদ্যেগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ে কোভিড কেয়ার সেন্টারের জনৈক নোডাল অফিসার করোনা পজিটিভ

শিলচর (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত উধারবন্দের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল বিল্ডিঙে কোভিড কেয়ার সেন্টারের নোডাল অফিসার করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছেন। গত ২২ জুলাই টেস্টের জন্য তিনি সোয়াব দিয়েছিলেন। আজ রবিবার তার রেজাল্ট আসে পজিটিভ। কোভিড কেয়ার সেন্টারের নোডাল অফিসার অভিজিৎ দে-কে আজ দুপুরে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল বিল্ডিঙের কোভিড কেয়ার সেন্টারেই ভরতি করা হয়েছে।

অভিজিৎ দে নিজেই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। পোস্টে তিনি আবেদনও করেছেন, গত তিন দিনের মধ্যে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা যেন নিজেদের সোয়াব পরীক্ষা করিয়ে নেন। অভিজিৎবাবু ল্যাবের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে জানা গেছে।এদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানিয়েছেন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাসপাতালে ২১৬ শয্যা রয়েছে। বর্তমানে এই ওয়ার্ডে ৯ জন করোনায় আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। মায়েদের সঙ্গে রয়েছে এক সদ্যজাতও। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু বা মায়েদের কোভিড ওয়ার্ডে নিয়ে রাখা ঝুঁকির ব্যাপার। তাই তাদের ওই বিভাগেই পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজের ল্যাবে ৫৪ হাজার ৬৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। যার মধ্যে ১ হাজার ৮৪১ জন পজিটিভ ধরা পড়েছে। শনিবার পর্যন্ত মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন মোট ১৯১ জন চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে ১৪১ জন পুরুষ, ৪৪ জন মহিলা এবং সদ্যোজাত সহ ৬টি শিশুরও চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন ডা. ভাস্কর গুপ্ত।

ভাল আছি, করোনা যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ২৬ জুলাই (হি.স.) : শনিবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরে ভোপালের করোনা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। রবিবার সেখান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করোনা যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানিয়ের নিজের স্বাস্থ্যের খবর দিয়েছেন।

রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান টুইটারে লেখেন যে,-"বন্ধুরা, আমি ভালো আছি, করোনা যোদ্ধাদের সমর্পণ প্রশংসনীয়। আমি রাজ্যের সমস্ত করোনার যোদ্ধাকে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণ ঝুঁকির মাধ্যমে করোনায় আক্রান্তদের সেবা করার জন্য সালাম জানাই। করোনাকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা। দুই গজ দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া এবং মাস্ক পরা করোনাকে এড়াতে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আমি সমস্ত লোকের কাছে আবেদন করছি, অবশ্যই এই অস্ত্রগুলি নিজের এবং আপনার প্রিয়জনের জন্য ব্যবহার করুন।

এদিকে আজ টুইটটারে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের ছেলে কার্তিকেয় জানিয়েছেন, তাঁর বাবার রিপোর্ট পজিটিভ আসতেই স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা তাঁদের বাড়িতে এসে পরিবারের সমস্ত সদস্যের করোনা টেস্ট করে। টেস্ট করা হয় তাঁর স্ত্রীয়েরও। স্বস্তির খবর। পরিবারের সমস্ত সদস্যের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে তাও পরিবারের সমস্ত সদস্যকে ১৪ দিনের হোম আইসোলেনে থাকার কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনকে স্যানিটাইজ করার পাশাপাশি তাঁর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদেরও পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

জন্মদিনে স্ত্রী অনুষ্কার জন্য নিজের হাতে কেক তৈরি কোহলির স্মরণীয় কোয়ারান্টাইন মুহূর্ত

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির স্মরণীয় কোয়ারান্টাইন মুহূর্ত জন্মদিনে স্ত্রী অনুষ্কার জন্য নিজের হাতে কেক বানান। সতীর্থ মায়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে এক আলোচনায় এমনটাই জানিয়েছেন কোহলি নিজেই।

'ওপেন নেটস উইথ মায়াঙ্ক' নামের এই চ্যাট শো-এ অধিনায়ক বিরাট কোহলি জানিয়েছেন জানিয়েছেন, লকডাউনের আগে বিয়ের পর থেকে স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে এতদিন সময় কাটানোর সুযোগ পাননি তিনি। চ্যাট শো-এ কোহলির কাছে জানতে চাওয়া হয় তাঁর স্মরণীয় কোয়ারান্টাইন মুহূর্তের কথা। সেখানেই বিরাট জানান যে, জীবনে প্রথমবার কেক তৈরির স্মৃতি তিনি কখনও ভুলবেন না। কোহলি বলেন, "অনুষ্কার জন্মদিনে জীবনে প্রথমবার আমি কেক বানাই। যেহেতু আগে কখনও আমি কেক তৈরি করিনি, তাই এটা আমার সেরা কোয়ারান্টাইন মুহূর্ত। আসলে প্রথম বারের চেষ্টাতেই খুব ভালো তৈরি হয় কেকটি এবং আমার সব সময় মনে থাকবে যে, অনুষ্কা বলেছিল ওর ভীষণ ভালো লেগেছে ওটা। কোয়ারান্টাই পর্বে এটা আমার অসাধারণ স্মৃতি।"

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি.ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এই মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে।ষ তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুঞ নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণেণ মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন।

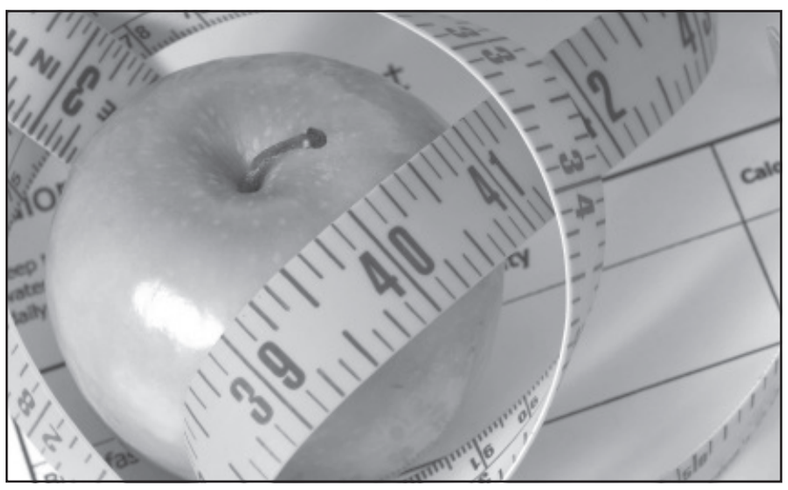

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন।

পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

রবিবার ইন্টানেশ্যাল হিউম্যান রাইটস অর্গানেজেশনের উদ্যোগে স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কোভিডের হটবেডে পরিণত অসমের কারাগারগুলো! স্বতপ্রণোদিত মামলা গৌহাটি হাইকোর্টের

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনা পরিস্থিতি সমগ্র রাজ্যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। বিশেষ করে রাজ্যের কারাগারগুলোয় করোনার থাবা ভাবিয়ে তুলেছে সর্বস্তরের মানুষকে। বলা হচ্ছে কোভিডের হটবেডে পরিণত হয়েছে গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কারাগার। তাই গৌহাটি হাইকোর্ট এ ব্যাপারে স্বতপ্রণোদিত এক মামলা নথিভুক্ত করেছে।

গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছেন কৃষক নেতা অখিল গগৈ সহ শতাধিক বিচারাধীন ও কয়েদি। রাজ্যের কারাগার সমূহের মহাপরিদর্শক দশরথ দাসের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের দশটি কারাগারের মোট ৫৩৫ আবাসিকের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ৪৩৫ জন হলেন শুধুমাত্র গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারের আবাসিক।

কারাগারগুলোর মধ্যে কোভিডের হটবেড বিষয়ক স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে গৌহাটি হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী নিলয় দত্ত প্রধান বিচারপতির কাছে ১৭ জুলাই একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠির সূত্র ধরে রাজ্যের কারাগারগুলো বর্তমানে কোভিডের হটবেড হয়ে ওঠার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে হাইকোর্ট নিজে থেকেই একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে।

গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বা এবং বিচারপতি মণীষ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের কারাগার সমূহের মহাপরিদর্শককে কারাগারে মহামারি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিষয়ে একটি শপথনামা দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিনও ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কারাগারের ভেতরে কীভাবে করোনা ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণ হচ্ছে তা-ও জানাতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বা নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ। তিনি সমগ্র রাজ্যের প্রতিটি কারাগারে বন্দি সকল ব্যক্তির কোভিড পরীক্ষা সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারত থেকে প্রথম কন্টেইনারবাহী ট্রেন গেল বাংলাদেশে

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৬ জুলাই (হি. স.) : রবিবার ভারত থেকে প্রথম কন্টেইনারবাহী ট্রেন গেল বাংলাদেশে। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যে গতি ফেরাতে করোনার এসময়েও দু'দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগে আরও একটি নতুন সেতু বন্ধনের সৃষ্টি হল। ভারতের সাজিরহাট রেল ষ্টেশন থেকে ২৫ টি ফ্লাট ওয়াগনে ২০ ফুটের ৫০ টি কন্টেইনার নিয়ে রবিবার দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে ট্রেনটি বাংলাদেশের বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছয়। এতে জিলেট সেভিং ফোম, হেয়ার সেম্পু, সেভিং ব্লেট, কর্টন ফ্রেবিকসসহ সাড়ে ৭শ টন পণ্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন।

মন্ত্রী বলেন, এর আগে ২০১৮ সালে একবার পরীক্ষামূলকভাবে দর্শনা দিয়ে কন্টেইনারবাহী ট্রেন চালানো হয়েছিল। কন্টেইনারবাহী ট্রেন চালু হওয়ায় সড়ক পথে চাপ কমার পাশাপাশি খুব কম সময় ভারত থেকে পণ্য আনা ও পাঠানো যাবে বলে তিনি জানা।

তিনি আরও বলেন, করোনার এ মহামারীর মধ্যেও ভারত-বাংলাদেশের বর্তমান সময় দু'দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, যার প্রমাণ পার্সেল, কন্টেইনারবাহী ট্রেন সার্ভিস চালু করা। এছাড়া সম্পর্কের নিদর্শন স্বরূপ ভারতের পক্ষ থেকে ১০টি পণ্য দেয়া হচ্ছে। যা ২৭ জুলাই ভিডিও কনফারেন্সে মাধ্যমে ভারতের রেলপথ মন্ত্রী বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করবেন বলে তিনি জানান।

কার্গিল বিজয় দিবসে গোটা দেশবাসী ও বীর শহিদদের স্যালুট গহপুরের দিব্যাঙ্গ জওয়ান নারায়ণের

বিশ্বনাথ (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : ২১ তম কার্গিল বিজয় দিবসে গোটা দেশবাসীকে অভিনন্দন এবং কার্গিল যুদ্ধে শহিদ বীর জওয়ানদের স্যালুট জানালেন জনৈক দিব্যাঙ্গ জওয়ান। নাম নারায়ণ গগৈ। বাড়ি মধ্য অসমের বিশ্বনাথ জেলার অন্তর্গত গহপুরের কলেজগুড়ি এলাকায়। দেশের সেবায় ১৯৯৭ সালে ভারতীয় স্থল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন নারায়ণ।

ইন্ডিয়ান আর্মি সিগন্যাল রেজিমেন্টের জওয়ান নারায়ণ গগৈ ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় হিমাচল প্রদেশের পাদদেশে হিমটাক পর্বতের নাথুলায় কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হন। তার পর লখনউ সেনাবাহিনীর কমান্ডো হাসপাতালে দীর্ঘ দুই বছর চিকিৎসাধীন ছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে তিনি নবজীবন তো ফিরে পেলেন, কিন্তু সারা জীবনের জন্য কোমরের নিম্নাঙ্গ অসার হয়ে পড়ে। সে থেকে অকেজো দু পা নিয়ে স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর জীবন সংগ্রাম চলছে। তিনি আজও একজন লড়াকু সৈনিক হিসেবে গর্ব বোধ করেন। সেনা বাহিনীর তরফ থেকে তাঁকে একটি হুইল চেয়ার এবং চার চাকার একটি স্কুটি দেওয়া হয়েছে। তা নিয়েই বুক উঁচিয়ে তিনি জীবনের কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

অবৈধভাবে মালয়েশিয়া প্রবেশের পথে নৌকাডুবিতে নিহত অন্তত ২৪ জন রোহিঙ্গা

কুয়ালালামপুর, ২৬ জুলাই (হি. স.) : অবৈধভাবে মালয়েশিয়া প্রবেশের পথে নৌকাডুবিতে নিহত অন্তত ২৪ জন রোহিঙ্গা । থাইল্যান্ডের কাছে অবস্থিত মালয়েশিয়া উপকূলে ২৫ যাত্রীর এই নৌকাডুবিতে একজন রোহিঙ্গা যুবক সাঁতরে উপকূলে পৌঁছতে সমর্থ হলেও তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এপ্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত কেডাহ ও পারলিস রাজ্যের উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রধান মহম্মদ জাওয়াহি আবদুল্লাহ জানান, এটি নৌকা করে ২৫ জন রোহিঙ্গার একটি দল সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া উপকূলে আসার চেষ্টা করছিল। তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজ না থাকায় বিপজ্জনক এলাকা দিয়ে নৌকা নিয়ে আসার ফলে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। নৌকার থাকা ২৪ রোহিঙ্গা শরণার্থী জলে ডুবে মারা গেলেও একজন সাঁতার কেটে লাঙ্গাকাই দ্বীপের সৈকতে পৌঁছে যায়। নুর হোসেন নামে ২৭ বছরের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে জেরা করে পুরো ঘটনা জানার চেষ্টা চলছে।এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ওই যুবককে জেরা করে নৌকাটি কেন ডুবে গেল তা জানার চেষ্টা চলছে। তার পাশাপাশি উপকূলরক্ষী বাহিনীর দুটি এয়ারক্রাফট ও দুটি বোট নিয়ে সমুদ্রে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও মৃতদেহ উদ্ধার হয়নি।

বিহারে বিগত দুই দিনে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৬০৫

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): করোনা মারণ দৌড়াতে জেরে বিপর্যস্ত বিহার। একদিকে বন্যা অন্যদিকে করোনা। এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে দিশেহারা রাজ্য প্রশাসন। বিগত দুই দিনে বিহারে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ২৬০৫।শুক্রবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিল ১৩১১ এবং শনিবার আক্রান্ত হয়েছিল ১২৯৪।রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১২৪৬১ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।সবমিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৪৫২০। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬৭.৫২ শতাংশ।অন্যদিকে রাজ্যের পরীক্ষার করার হার কম থাকার জন্য টুইটারে নিন্দা হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আর জে ডি নেতা তেজস্বী যাদব। তার দাবি প্রতি ১০ লক্ষ গোটা ভারতের তুলনায় কম পরীক্ষা হচ্ছে বিহারে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের মাত্র দ্র .৩৫ শতাংশের মানুষের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। প্রতি দশ লক্ষ্যে বিহারে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৩৫০৮ জনের।

রবিবার আগরতলায় সিপিএম সদর কার্যালয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা, মন কি বাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে নজর ঘোরানোর জন্য কার্গিল আক্রমণ করেছিল পাকিস্তান বলে মান কি বাত অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার মন কি বাত এর ৬৭ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আজ দেশজুড়ে কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। ২১ বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী কার্গিল যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধ লড়া হয়েছিল, তা কোনদিন ভারত ভুলে যাবে না।নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে নজর ঘোরানোর জন্য ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করার অশুভ চক্রান্ত কষে ছিল পাকিস্তান।ভারত সেই সময় পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্যতা রাখতে চেয়েছিল।কিন্তু কথায় বলে দুষ্টুরা কোন রকম যুক্তি ছাড়াই সকলের সঙ্গে শত্রুতা জারি রাখে।ভাল সময়ও এমন ধরণের লোকেরা নেতিবাচক ভাবনার বশবর্তী হয়। পাকিস্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা এ রকমই। তাইতো ভারত যখন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তখন পিঠে ছুরি মেরেছে পাকিস্তান। কিন্তু গোটা বিশ্ব সাক্ষী থেকেছে ভারতীয়দের সাহসিকতা এবং শক্তির। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন শত্রুপক্ষ পাহাড়ের ওপরে বসে ছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুউচ্চ মনোবল এবং সত্যের প্রতি অবিচলতা পাহাড়ের দুর্গম শৃঙ্গকেও স্বচ্ছন্দে জয়লাভ করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২৬ জুলাই ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারত। সেনাবাহিনীর বীরত্ব এবং মনোবল সেই সময়ের সাক্ষী থেকেছে গোটা বিশ্ব।

১৯৯৮ সালে বাসে করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী লাহোর যাত্রার এক বছর পরেই এই যুদ্ধ বেধে ছিল। ভারত যখন পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময় ভারতের পিঠে ছুরি মেরে ছিল পাকিস্তান। যুদ্ধ চলাকালীন নওয়াজ শরীফ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সহায়তা চেয়ে ছিলেন।কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

যুদ্ধের শেষে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।

ক্ষমতাচ্যুত হন নওয়াজ শরীফ।পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক রূপে আত্মপ্রকাশ হয় জেনারেল পারভেজ মুশারফের।সেই সময়ের এক সাক্ষাৎকারে পারভেজ মুশারফ মেনে নিয়েছিলেন যে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। তার এই বক্তব্যের পরেই উপমহাদেশ সহ গোটা বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কার্গিল এর যুদ্ধ ৫০ দিন ধরে চলেছিল। সেনাবাহিনী ছাড়াও বায়ু সেনাকে এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই যুদ্ধে ভারতীয় সামরিক বাহিনী অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং রণনীতি অবলম্বন করেছিল যা উপমহাদেশীয় যুদ্ধে যুগান্তকারী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

তেজপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার বহু অপররাধের সঙ্গে জড়িত কুখ্যাত কাসেম

তেজপুর (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : অতি সম্প্রতি তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের ঘরে ডাকাতি এবং পক্ষকাল আগে দরং জেলার শিলবড়িতে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত কুখ্যাত ডাকাত কাসেম আলিকে গ্রেফতার করেছে শোণিতপুর জেলা পুলিশ। তার হেফাজত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রবিবার তেজপুরে এই খবর জানিয়েছেন শোণিতপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোমল মাহাতো। তিনি জানান, গোপন সূত্রের তথ্যে ভিত্তিতে গতকাল শনিবার রাতে তেজপুরের ভোমোরাগুড়িতে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কুখ্যাত ডাকাত কাসেম আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত প্রায় পনেরো দিন আগে দরং জেলার দলগাঁও থানার অন্তর্গত শিলবড়িতে সে তার সাঙ্গোপাঙ্গ যেমন শিলবড়িরই তার এক সহযোগী, তেজপুরের ভালুকঝাড়নির আবু এবং কালাম নামের তিন সঙ্গীকে নিয়ে জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি করেছিল।

ওই বাড়ির গৃহিণীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তারা সাত তোলা সোনা, নগদ ৪০ হাজার টাকা এবং একটি কেটিএম মোটর বাইক নিয়ে গিয়েছিল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, বহু অপরাধের সঙ্গে জড়িত মোস্টওয়ান্টেড তেজপুরের পুংপানি গ্রামের বাসিন্দা কাসেমকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল পুলিশ। এরা বিগত দিনে দরং, ওদালগুড়ি, শোণিতপুর, নগাঁও, মরিগাঁও, অরুণাচল প্রদেশেগামী বিভিন্ন সড়কে লুটপাট চালিয়ে সন্ত্রাসরাজ কয়েম করেছিল।

পিস্তল দেখিয়ে রাজপথে দামি গাড়ি, বাইক ইত্যাদিতে লুটপাট করে সেগুলো হাইজ্যাক করা তাদের কাছে সাধারণ ঘটনা ছিল। তিনি জানান, কাসেম আলির নেতৃত্বে বৃহত্তর শোণিতপুর ও নগাঁও, মরিগাঁও জেলায় গরু চুরির পাশাপাশি নাশকতার ঘটনাও সংগঠিত করতে এরা। এদের কাছে মানুষ খুন করা জলভাত, জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোমাল। অতি সম্প্রতি এরাই নাকি তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার বাসিন্দা জনৈক অধ্যাপক বাণী পাঠকের ঘরেও ডাকাতি করেছিল। নিয়ে গিয়েছিল সোনার গয়না সহ লক্ষাধিক টাকা। এই মামলার তদন্তে নেমে তেজপুর পুলিশ ভোমোরাগুড়িতে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে পিস্তল ও গুলি ভরতি ম্যাগাজিন সহ গ্রেফতার করেছে কাসেমকে।

তবে কাসেম আলিকে গ্রেফতার করা হলেও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এখনও অধরা, জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। এদিকে দরং জেলার শিলবড়িতে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত কাসেমকে নিয়ে যেতে দলগাঁও থানা কর্তৃপক্ষ শোণিতপুর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোমল মাহাতো।

রবিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে কার্গিল বীলদান দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

তৃণমূলের যুব জাগরণে সামনের সারিতে মহুয়া - লক্ষী রতন শুক্ল

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি. স.): সোশাল মিডিয়া জুড়ে প্রশান্ত যে যুব জাগরণের প্রচার চালাতেন, তা এবার তৃণমূলের একুশের লড়াই এর অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠল। তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের যুব জাগরণের প্রভাব সাংগঠনিক রদবদলে। এবার সামনের সারিতে উঠে এল মহুয়া মৈত্র ও লক্ষিরতন শুক্ল। যদিও সংগঠনের নিরিখে এই দুই তৃণমূল নেতা অপেক্ষাকৃত নতুন। তাসত্ত্বেও একুশের নির্বাচনে লড়াই কে সামনে রেখে এদেরকেই দলের সারথি করা হল।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে গত বৃহস্পতিবারের এই সাংগঠনিক রদবদল তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যপাধ্যায়ের অঙ্গুলিলেহন বলেও মনে করছেন। লোকসভা নির্বাচনের পরই দলের স্ট্র্যাটেজি সাজাতে এনেছিলেন প্রশান্ত কিশোরকে। তারপর থেকেই তৃণমূলের অনেক কৌশলে তাঁর মাথা ছিল বলে জানা যায়। এবার দলের এই রদবদলেও পিকে-র স্ট্র্যাটেজি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খোদ দলীয় নেতৃত্বই এমন কথা বলছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দলীয় নেতৃত্ব এর কার্যকলাপ নিয়ে তৈরি করা গোপন ফাইল জমা দিয়েছেন। সেখানে প্রশান্ত আলাদা আলাদা ভাবে নেতাদের জনগনের কাছে গ্রহণ যোগ্যতার কথাও তুলে ধরেন। পাশাপাশি শাসকদলের কোন নেতার প্রতি রাজ্যের মানুষ কী ভাবছেন, তার উপর ভিত্তি করেই রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল ২০২১-এর আগে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলে। ৩-৪ মাস আগেই সেই রিপোর্ট জমা পড়েছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই নতুন সংগঠন তৈরি করা হলো বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। এ ছাড়াও তৃণমূলের দলীয় সংগঠনের শ্রী বৃদ্ধির রাশ হাতে নিয়ে প্রথম দিন থেকেই নতুন প্রজন্মের উপর জোর দিয়েছিলেন। তা নিয়ে দলের অন্দরে বহু বিরোধের সম্মুখীন হতে হয় প্রশান্তকে।

প্রশান্ত কিশোরের রিপোর্ট অনুযায়ীই দলের তরুণ নেতৃত্বকে সামনের সারিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। যদিও দলের শেষ কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তবুও প্রশান্ত কিশোরের রিপোর্ট মতোই মমতা কাজ করেছেন বলেই দাবি তৃণমূলের একাংশের। তাই লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা দলের বিধায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে জেলার গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রশান্ত কিশোর দলের অন্যতম মুখ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সমর্থন পেয়ে আসছেন এ বিষয়ে। তবে দলনেত্রী এই সিদ্ধান্তকে তৃণমূলের অনেক দুঁদে নেতাই ভালো চোখে নিচ্ছেন না।

সূত্রের খবর, এ নিয়ে দলের মধ্যে চোরাগোপ্তা বিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছে। হাওড়ায় জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়কে। তার বদলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অপেক্ষাকৃত তরুণ মুখ ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী লক্ষীরতন শুক্লাকে। সম্প্রতি, হাওড়ায় দুর্নীতির প্রসঙ্গে দলের তিন জনকে শোকজ করেছিলেন প্রাক্তন সভাপতি আরুপ রায়। সে সময়ে হাওড়া জেলার পর্যবেক্ষক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ মধ্যমের সামনে বলে ছিলেন, "চুনোপুঁটিদের ধরে লাভ নেই রাঘববোয়ালদের ধরতে হবে।" তারপরেই দলের অন্দরেই রাজীবকে নিয়ে শুরু হয়ে যায় সংঘাতের আবহ। কিন্তু রাজীবের সেদিনকার কথা কতটা তাৎপর্যবহ ছিল তা তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল এরপর পরিষ্কার হয়ে গেল।

অন্যদিকে, নদিয়ায় জেলা সভাপতি করা হয়েছে সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। নদীয়ার জেলা সভাপতি, গৌরীশংকর দত্তকে সরানো হয়। সম্প্রতি মহুয়া মৈত্র সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তার এলাকার বিভিন্ন কাজের খতিয়ান তুলে ধরেছিলেন। কোন দলীয় বিরোধের কথা মুখে না বললেও কাজের নিরিখে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রতি অসন্তোষ জাহির করেছিলেন। যে উন্নয়ন এর কাজ কি দলনেত্রী একুশের হাতিয়ার করতে চাইছেন মানুষের জনসংযোগের জন্য সেখানেই খামতি। পাশাপাশি গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ভালো ছিল না। সে কারণেই গৌরীশংকর দত্ত কে সরিয়ে মহুয়া মিত্র কে সভাপতি পদ দেওয়া হয়। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, একুশের লড়াইয়ের আগে মানুষের কাছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৈরি করতেই দল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শুধু তরুণ নেতৃত্বই নয়, স্বচ্ছ মুখ হিসেবেও এদের তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাঁদেরকে মুখ করেই প্রচার চালাতে চাইছে তৃণমূল। প্রবীণ নেতাদের হয় পদচ্যুত করা হয়েছে নতুবা উচ্চ পদ দেওয়া হয়েছে গুরুত্ব বিচার করে। কোনও নেতা-নেত্রীর প্রভাব

ছয়ের পাতায়

পর্যাপ্ত জলের অভাবে চাষ করতে পারছেন না ঝাড়গ্রামের কৃষকেরা

ঝাড়গ্রাম, ২৬ জুলাই (হি. স.) : বৃষ্টি হলেও তেমন ভাবে বৃষ্টি হয়নি ঝাড়্গাম জেলায়। যার ফলে জেলার অনেক জায়গার কৃষকেরা চাষ করতে পারছেন না। তাই আরএলআই প্রকল্পের মাধ্যমে জমিতে যেতে জল আসে তার জন্য দাবি করছেন স্থানীয় কৃষকরা। কিন্তু অভিযোগ গত প্রায় পনেরো দিন ধরে স্থানীয় আরএলআই স্কিমে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার জন্য নদী থেকে পাম্পের মাধ্যমে জল তোলা যাচ্ছে না। এদিকে জল না মেলায় ধানের বিজ তলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।জমি ফেটে ফুটিফাটা হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।যাতে ওই প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় তার জন্য স্থানীয় কৃষকরা বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার সাব স্টেশনে বার বার আবেদেন করেছেন।ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও এই সমস্যার বিষয়টি তাদের নজরে এনেছেন। অভিযোগ ররিবার বিকেল পর্যন্ত কোন কাজ হয় নি। ঝাড়গ্রাম ব্লকের পাটশিমূল অঞ্চলের পাথরা গ্রামে এই অবস্থা চলছে গত বেশ কয়েক দিন ধরে।স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ কম বৃষ্টির কারনে এবং জমিতে জল না আসায় একশো বিঘারও বেশি জমির বিজ তলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে অন্যান্য বছর আগস্ট মাসে আরএলআই স্কিম থেকে জল ছড়া হয়।কিন্তু এবার তেমন বৃষ্টি না হওয়ার জন্য ধান চাষের ক্ষত্রে অসুবিধা তৈরি হয়েছে।তাই স্থানীয় কৃষকরা এবার জল ছাড়র জন্য দাবি করেছেন।কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার জন্য জল নদী থেকে তোলা যাচ্ছে না।পাথরা গ্রামের স্থানীয় কৃষক শ্যামল খিলাড়ি বলেন " এবার ভালো বৃষ্টি হয় নি। বিজ তলা একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।তাই আমরা আরএলআই প্রকল্পের জল যাতে জামিতে পাই তার জন্য আবেদন করেছি।কিন্তু গত প্রায় পনেরো দিন ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে।মানিকপাড়া সাব স্টেশনে বার বার আবেদন করেও কাজ হচ্ছে না।একশো বিঘারও বেশি বিজ তলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।" এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা সোরেন বলেন " পাথরা তে আরএলআই স্কিমে গত বেশ কয়েক দিন ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।

করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারকে আরও সচেতন হতে হবে ঃ গোপাল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। করোনা আক্রান্ত হয়ে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়নি। এই অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায়। তিনি লকডাউন নিয়েও মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, লকডাউনের ফলে জনগণের মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে অনেকের ঘরেই নগদ টাকা নেই। প্রত্যেক গরীব পরিবারকে দশ হাজার টাকা করে প্রতিমাসে প্রদান করার। সেইসাথে তিনি দাবী জানিয়েছেন, যাতে জিবি হাসপাতালে কোভিড-১৯ হাসপাতাল করার। আরও বেশি পরীক্ষা করারও দাবী জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে এখান রাজনীতি করার সময় নয়। সরকারকে আরও বেশী সচেতন হতে হবে।

এদিকে, তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শিখ ও জাট সম্প্রদায়কে নিয়ে যে বক্তব্য করেছেন তার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার দাবীও করেছেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে দলের একটা বড় অংশের সাথে আইপিএফটির প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের একটা নীরব মতবিরোধ রয়ে গেছে। এই মত বিরোধ কখনো কখনো প্রকাশ্যেই চলে আসছে। তাই আগামী পাহাড় ভোটে কংগ্রেস-আইএনপিটি জোট আশানুরূপ ফলাফল করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। যদিও অন্যান্য বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির সাথে আলোচনার দরজা খোলা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

'কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক'খুলে করোনা আক্রান্তের পাশে পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৬ জুলাই (হি.স.) : এবার লক্ষ্য করোনা জয়। এই পণ নিয়ে করোনা আক্রান্তের পাশে সপ্ত মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত । করোনা আক্রান্তদের সাহায্যার্থে খুলেছেন 'কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক'। নেটওয়ার্কের বয়স মাত্র ২৬ দিন। এরই মধ্যে কয়েক হাজার রোগীর পাশে দাঁড়াতে সফল হয়েছেন তাঁরা। জানান সত্যরূপ।

তিনি জানিয়েছেন, মডেল ও পর্বতারোহী মাধবীলতা মিত্রর মা সংযুক্তা মিত্র কিছুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি ছিলেন। পরে সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে গিয়েছেন বাড়ি। তার ঠিক কিছুদিন পরে সত্যরূপের মামা করোনায় আক্রান্ত হন। চারিদিকে দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। সমস্যার অন্ত ছিল না। একইভাবে ভুগেছিলেন মাধবীলতাও। তাই এঁরা ঠিক করেন করোনা রোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আর জন্য খুলে ফেলেন 'কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক'। এই নেটওয়ার্ক-এর কাজ, কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে করোনা রোগীদের বোঝানো। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে রোগীকে ভাল করার দিশা দেখানো। কোন হাসপাতাল বা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে যতটা সম্ভব সাহায্য করা।

তিনি আরও জানান, রাজ্যের দুটি জায়গায় কলকাতা-হাওড়া ও শিলিগুড়িতে অফিস খোলা হয়েছে। এই অফিস থেকে সবরকমের সাহায্য করা হয়। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বহু নামী-দামি ডাক্তার। অভিজিৎ চৌধুরি, দীপেন্দ্র সরকার, যোগীরাজ রায়, বিমান কান্তি রায়, কল্যাণ খাঁদের মতো ডাক্তাররা আছেন। পাশাপাশি নাট্যকার দেবশঙ্কর হালদার, আইনজীবী অরিন্দম দাসরাও রয়েছেন। এছাড়া আছেন বহু জুনিয়র ডাক্তার।

মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর এনজিও'র অনুষ্ঠানেও মানা হয়নি সামাজিক দূরত্ব, পুলিশ নীরব, ক্ষুব্ধ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৬ জুলাই। সামাজিক দূরত্ব না মানার জন্য সিপিএমের আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা দেওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ পাল্টা অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর এনজিওর অনুষ্ঠানেও সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি। পুলিশ সিপিএমের আন্দোলনের ক্ষেত্রে যতটা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর এনজিওর অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। এটা দ্বিচারিতা বলে শ্রীদাশ অভিযোগ করেছেন।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম দাশ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী'র এনজিও'র আয়োজনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয়নি। সেখানে প্রশাসনের কোন অভিযান ছিল না। পুলিশেরও কোন বক্তব্য ছিল না। অথচ ২৩ জুলাই একইদিনে বামেদের কর্মসূচি ছিল। সেখানে পুলিশ আন্দোলন করতে দেয়নি, বাধা দিয়েছে। এটা দ্বিচারিতা। প্রশাসনের দিকে এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী'র এনজিও'র আয়োজনে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই অনুষ্ঠান করা হয়। অথচ কোনভাবেই প্রশাসনিক নির্দেশ মানা না হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু বামেরা জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পুলিশ মেলারমাঠের পার্টি অফিসের সামনেই আটকে দিয়েছে। যারা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে তাদের গ্রেফতার করা হলো। এটা দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয় বলে গৌতম দাস দাবি করেন।

এদিকে লকডাউন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে গৌতম দাস বলেন লকডাউনের বিরোধিতা করছে না সিপিএম। তবে এসময়ে কিসের ভিত্তিতে এই লকডাউন দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করা দরকার। এই লকডাউন ঘোষণা করার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা, কিসের ভিত্তিতে এই লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে এই লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছি কিনা সেই বিষয়টিও জানাতে হবে। কেননা এই সময়ের মধ্যে লকডাউন খুব প্রয়োজন। কিন্তু এই লকডাউনের এই সময়ে সাধারণ মানুষের যে সমস্যা হচ্ছে সেই বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন।

ফের সামরিক

● প্রথম পাতার পর

দেশ। আগামী সপ্তাহে এই বৈঠক হওয়ার কথা। কিন্তু চিনা সেনার বেপরোয়া মনোভাবের জন্য এবার আগামী শীতে এই অঞ্চলে সামরিক আস্তানা বজায় রাখার চিন্তাভাবনা করছে ভারত।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্যাংগং ঝিল এবং গোগড়া হট স্প্রিং এর মতো বিতর্কিত জায়গা থেকে এখনও পুরোপুরি সরে আসেনি চিন। মে মাসের পর থেকে এখনও পর্যন্ত বিপুল সমরসজ্জা নিয়ে ওইসব এলাকায় গেড়ে বসে আছে চিন।লাল ফৌজের প্রায় ৩০ হাজার সেনা জওয়ান এই এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে। প্যাংগং ঝিলের ফিংগার ফোর থেকে ফিংগার ফাইভে পিছু হটে গেলেও পুরোপুরি ফিংগার ফোর ছেড়ে যায়নি চিনা সেনা। মে মাসের পরে সময় থেকে ফিংগার ফোর থেকে ফিংগার এইট পর্যন্ত গেড়ে বসে আছে চিন। সেখানে অস্থায়ী নির্মাণও করছে তারা। গোগড়া হট স্প্রিং এলাকাতে ১৭ নম্বর পেট্রোলিং পয়েন্টে দুই দেশের সৈনাবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে আলোচনার মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান করতে উদগ্রীব দুই দেশ।

লক্ষী রতন শুক্ল

পাচের পাতার পর

প্রতিপত্তি না ভেবে তিনি জোর দিয়েছেন স্বচ্ছতাকে। তিনি মনে করেন মানুষ চাইলে তাঁকে রাখবেন। মানুষের কাছে তাই এমন নেতাকে তুলে ধরতে হবে তাঁর ইমেজ একেবারেই স্বচ্ছ। সেই কারণেই সভাপতি হিসেবে আনকোরা মুখকেও এনেছেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট

তিনের পাতার পর

হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের উপর। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তা নিয়মিত খাচ্ছেন। প্রায় দু সপ্তাহ কাটানোর পর গত বুধবার ফের করোনা পরীক্ষা করান তিনি। সেই রিপোর্টও পজিটিভ ছিল। এরপর শনিবারের রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় কার্যত হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন প্রেসিডেন্ট বলসোনারো। ফেসবুক পোস্টে সকলকে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে নিজের সেরে ওঠার খবর দিয়েছেন। ছবিও পোস্ট করেছেন। যা দেখে বোঝা যাচ্ছে, রোগমুক্ত হয়ে বেশ আনন্দিত ষাটোর্ধ প্রেসিডেন্ট। এদিকে, বলসোনারো মন্ত্রিসভার দুই সদস্যের শরীরে এদিন করোনার জীবাণু মিলেছে। তাঁদের প্রতি প্রেসিডেন্টের পরামর্শ, ভয়ের কিছু নেই, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন।

পরিবেশ আদালতের

তিনের পাতার পর

পঞ্চায়েত কোন বিরোধিতা করেনি। তাই খেয়াদহ পঞ্চায়েত ও ইস্ট কলকাতা জলা জমি রক্ষা কমিটির দিকে প্রশ্ন চিহ্ন উঠে যাচ্ছে। যেখানে অসাধু প্রমোটারের বিরুদ্ধে এফআইআর রয়েছে তা সত্ত্বেও কিভাবে না নির্মাণকার্য সম্পন্ন হল। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো জমি রক্ষা কমিটির অফিসারের মদত রয়েছে। আর তাই সমস্ত তথ্য যাচাই করে এবং প্রশাসনিক রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালত এই নির্মাণ কে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে।'

জয়দীপ আরও বলেন, 'আমি তাই রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি আদালতের এই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করে আবাসন ভেঙে দেওয়া হোক।' হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি জানান, অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে তিনি ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বিষয়টি নিয়ে। ঐ বেআইনি আবাসন প্রকল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের সকলকে জেলে পাঠানর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকারী অফিসার পরিচয়ে আর্থিক প্রতারণা, গন্ডাছড়ায় গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার জগন্নাথপুর কোপছড়া এলাকায় নিজেকে সরকারি অফিসার পরিচয় দিয়ে স্থানীয় জনগণকে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অজুহাত দেখিয়ে অর্থ আদায়ের দায়ে এক ব্যক্তিকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আটক ব্যক্তির নাম নুরুল ইসলাম। বাড়ি সোনামুড়া রাঙ্গামাটি এলাকায়। তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গন্ডাছড়া জগন্নাথপুর এলাকার কোপছড়ায় নুরুল ইসলাম নামে এক যুবক নিজেকে সরকারি অফিসার বলে দাবি করে এলাকার বেশ কছু বাড়িঘর থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নাম করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামীণ এলাকার মানুষের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত এলাকার মানুষজন তাকে পাকড়াও করেন।তাকে পাকড়াও করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে গন্ডাছড়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।পুলিশ আসলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকাবাসী।খোঁজখবর নিয়ে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ জানতে পারে তার নাম নুরুল ইসলাম এবং তার বাড়ি সুনাম রাঙ্গামাটি এলাকায়।

এ ধরনের প্রতারণা মলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গন্ডা ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষ যখন আর থেকে আর্থিক চরম সংকটের মুখোমুখি ঠিক সেই সময়ে এ ধরণের প্রতারণামূলক ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক।এ ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে প্রশাসনের তরফ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে আটক প্রতারকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে।কদমতলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র মালিক নোংরা ঘটনায় যুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না চা বাগানের শ্রমিকরা। তাদের অনেকেরই বাদ অন্নদাতা তিনি যদি এ ধরনের নোংরা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন তাহলে সমাজ ব্যবস্থা আরো পতনের দিকে ধাবিত হবে। সে কারণেই এ ধরনের ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন শ্রমিকরা।

সুস্থ ১২৬

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ সুপার বলেন লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হলেই আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যে উদ্বেগজনক ভাবে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে।

প্রতিদিন সংক্রমণের সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুও। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার ভোর ৫টা অব্দি চলবে লকডাউন। কি কি লকডাউনের আওতায় থাকবে এবং কি কি থাকবেনা ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার থেকেই গোটা শহরে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এব্যাপারে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস জানিয়েছেন, কোন জরুরি কাজ ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে। যারাই বের হবে মোটর যানগুলিকে চেকিং এবং চালককে অবশ্যই প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। লকডাউনের দিনগুলিতে আইন যারা ভঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যদিকে মাস্ক ছাড়া বের হলে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যাতে করে আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানো যায়।

সূত্রের খবর এবারের লালকেল্লায় ১৫ ই আগস্ট এর দিন প্রতি বারের তুলনায় জনসমাগম হবে।করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে জয়ী হওয়া ১৫০০ জন অংশগ্রহণ করবে।এদের মধ্যে থাকবে ৫০০ জন পুলিশ কর্মী।অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে কেবলমাত্র ২০ শতাংশ এবারের ১৫ ই আগস্ট যোগ দিতে পারবে।

একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘণ্টায় গোটা ভারত জুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪৮৬৬১।রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

ওই সময়ের মধ্যে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭০৫ জনের। দেশজুড়ে এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা হচ্ছে ১৩৮৫৫২২।এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৭৮৮২। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৮৫৫৭৭।দেশজুড়ে করোনায় সবথেকে বেশি খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬৬৩৬৮। এই তালিকার পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২০৬৭৩৭।তালিকায় তিন নম্বর স্থানে রয়েছে দিল্লি।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৯৫৩১।

লকডাউন

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী সোমবার ভোর ৫টা অব্দি চলবে লকডাউন। কি কি লকডাউনের আওতায় থাকবে এবং কি কি থাকবেনা ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার থেকেই গোটা শহরে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এব্যাপারে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস জানিয়েছেন, কোন জরুরি কাজ ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে। যারাই বের হবে মোটর যানগুলিকে চেকিং এবং চালককে অবশ্যই প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। লকডাউনের দিনগুলিতে আইন যারা ভঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যদিকে মাস্ক ছাড়া বের হলে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

এদিকে, কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধিনিষেধ আরোপ রাজ্য সরকার 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস-২০২০'-এর রেগুলেশন অনুযায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এগুলি হলো -

১) ভ্রমণের ইতিহাস থাকলে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

২) পাবলিক প্লেস / কর্মক্ষেত্র ও ড্রাইভিং / ভ্রমণের সময় মাস্ক বা মুখাবরণ পরিধান বাধ্যতামূলক। ৩) বেসরকারি ও গণপরিবহণ ব্যবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা।

৪) দোকানে ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দোকানের সামনে ১ মিটার-এর কম জায়গা থাকলে একজন ক্রেতা এবং ১ মিটারের বেশি এবং ২ মিটারের কম জায়গা থাকলে দুইজন ক্রেতাকে একসাথে ঢুকতে দেওয়া যাবে। বাকিরা ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে দাঁড়াবেন। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে।

মাস্ক পরিধানের নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রথমবারে ২০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিবারে ৪০০ টাকা জরিমানা হবে। পাবলিক প্লেস, দোকানে এবং যানবাহনে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে ১,০০০ টাকা জরিমানা হবে। হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম ভঙ্গ করলেও ১,০০০ টাকা জরিমানা হবে। এসমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করলে আই পি সি-র ১৮৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও গণ্য করা হবে।

বিজেপির শাসনে দেশের গণতন্ত্র বিপর্যস্ত, অভিযোগ এনএসইউআই সহ সভাপতির

আগরতলা, ২৬ জুলাই।। কেন্দ্রে বি জে পি পরিচালিত সরকারের শাসনামলে দেশের গনতন্ত্র আজ বিপর্যস্তবলে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এনএসইউআই রাজ্য সহ সভাপতি নেতা সম্রাট রায়। তিনি বলেন যেখানে সারা পৃথিবী করোনার মত মহামারীর সাথে প্রাণপন যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে, আজ আমাদের দেশেও করোনা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। আজ প্রায় ১৪ লক্ষ করোনা রোগি দেশে। সম্রাট রায় বলেন বিজেপি সরকার ব্যাস্ত শুধু রাজনৈতিক রক্ষা কবজে। কিভাবে অবিজেপি সরকারকে অর্থ ক্ষমতা, ইডি, সিবিআই, সিআইডি লাগিয়ে গনতন্ত্রকে হত্যা করে সরকার ফেলে দেওয়া যায় তার নীল নক্সা তৈরি করতে। গোয়া, মধ্যপ্রদেশের পরে এবার নজর কংগ্রেস শাসিত জনতার সরকার, রাজস্থান সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়ার। বি জে পি সরকারের এহেন গনতন্ত্র হত্যার মাধ্যমে অবিজেপি সরকারকে ফেলে দেওয়ার মত স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানান ছাত্র নেতা সম্রাট রায়।

তিনি বলেন, বিশ্ব যখন করোনা মহামারীর সংকটের কারণে ত্রস্ত, মানুষ যখন অনাহারে অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করছেন তখন দেশের শাসকদল ক্ষমতা দখলের নেশায় মত্ত হয়ে দেশের গনতান্ত্রিক পদ্বতিতে নির্বাচিত অবিজেপি সরকারগুলিকে ফেলে দিয়ে ক্ষমতা দখলের নেশায় মেতে উঠেছে। কখনো দেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা যেমন ইডি, সিবিআই, আয়কর এর মাধ্যমে আবার কখনো অথবলে একে একে গোয়া মনিপুর, কর্ণাটক মধ্যপ্রদেশে গনতন্ত্রের হত্যা করে এখন রাজস্থানের সরকার কে অস্থির করার চেষ্টা চলছে। আজকে সর্বভারতীয় কর্মসূচি স্পিক আপ ফর ডেমোক্রেসিতে অংশগ্রহণ করে ছাত্রনেতা সম্রাট রায় বলেন এই ভাবে গনতন্ত্রকে হত্যা করার বিজেপির অভিসন্ধি বন্ধ না করলে লকডাউনের পর রাজ্যজুড়ে ব্যপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সম্রাট রায় তৎসঙ্গে রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

লাগাতর বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল গন্ডাছড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৬ জুলাই।। গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট,জন জীবন বিপর্যস্ত।ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় গত দুই দিন ধরে বিদ্যুত নেই। জানা যায় গন্ডাছড়া আমবাসা রোডের গঙ্গানগরের কাছাকাছি এলাকায় বিদ্যুত লাইনে সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে গোটা মহকুমা এলাকা জোড়ে শনিবার সন্ধ্যারাত থেকে অন্ধকার নেমে আসে। এদিন সারা রাত গোটা এলাকার মানুষ প্রচন্ড গরমের মধ্যে রাত কাটিয়েছেন। রবিবার সকাল থেকেই পানীয় জলের পাম্পের উৎস গুলো মুখ থুবরে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই মহকুমা এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। পাশাপাশি বিএসএনএল মোবাইল পরিষেবাও মুখ থুবরে পড়ে।

গন্ডাছড়া বিএসএনএল মোবাইল পরিষেবা পাওয়ারের সঙ্গে টাওয়ারের সম্পর্ক। অর্থাৎ বিদ্যুত চলে যাওয়ার সাথে সাথে বিএসএনএল টাওয়ারও চলে যায়। এদিকে বিদ্যুত দপ্তরের কর্মীরা লাইন সাড়াই করতে মাঠে নেমেছে। তবে সংবাদ লেখার আগ পর্যন্ত দপ্তরের কর্মীরা লাইন স্বাভাবিক করতে পারে নি। এনিয়ে মহকুমাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য আমবাসা থেকে গন্ডাছড়া বিদ্যুত লাইন সরবরাহ করা হয়। প্রায় ৫২ কিলোমিটার রাস্তা বন জঙ্গল অতিক্রম করে কুটির মাধ্যমে লাইন টানা হয়। দীর্ঘ ৫২ কিলোমিটার রাস্তায় বিদ্যুত পরিবাহি তারে কোন সমস্যা দেখা দিলে তাহা সাড়াই করতে দুই থেকে তিন দিন সময় লেগে যায়। যার ফলে এই পরিষেবাতে মহকুমাবাসী তিতি বিরক্ত। আবারো দাবি উঠেছে টাওয়ার লাইনের মাধ্যমে মহকুমা এলাকায় বিদ্যুত লাইন পরিষেবার।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা সংগঠনের গেজেটেড অফিসাররা। শিক্ষা বিভাগের গেজেটেড অফিসারদের বক্তব্য হল, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের গেজেটেড সেকশনের ব্রাঞ্চ অফিসার দেবব্রত চক্রবর্তী এই ভূল কেমন করে করলেন। গেজেটেড অফিসারদের বক্তব্য হল, ওই ব্রাঞ্চ অফিসারের হাত দিয়েই ফাইল উদ্ধর্তন কতিপক্ষের কাছে পৌছে। ব্রাঞ্চ অফিসার দেবব্রত চক্রবর্তী জানেন প্রদীন দেববর্মা ঠাকুরপাড়া স্কুলেই কর্মরত রয়েছেন। কারণ, গন্ডাছড়া থেকে যখন প্রদীপ দেববর্মা বদলি হয়েছিলেন তখন ওই বদলির তালিকায় ৩৫ নম্বরে ছিলেন দেবব্রত চক্রবর্তীও। উনি ভবানিপুর হাইস্কুল থেকে লংকামুড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হয়েছিলেন। এরপর দেবব্রত চক্রবর্তী ব্রাঞ্চ অফিসার হয়ে সেকেন্ডারি স্কুল ডিপার্টমেন্টের গেজেটেড সেকশন অফিসে কাজে যোগ দেন। প্রদীপ বাবুর বক্তব্য হল, এই বদলির তালিকা প্রস্তুত করার সময় দেবব্রতবাবু এই ভূল কিভাবে করলেন। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত সচিব ইউ কে চাকমাও কিভাবে স্বাক্ষর করলেন।

এর পেছনে ষড়যন্ত্রমূলক বিষয় কাজ করছে বলে প্রদীপবাবুর অভিযোগ। তিনি অবিলম্বে এই বদলির তালিকার বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন এবং ব্রাঞ্চ অফিসার দেবব্রত চক্রবর্তী কঠোর সাজা চাইছেন। প্রদীপ দেববর্মা আরও জানিয়েছেন, এই পদে কাজ করার সময় সামান্ন ভুলের জন্য ইভা দাশকে ওসডি থেকে বদলি করা হয়েছিল এবং স্বপন সরকারকে উমাকান্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে বদলি করে গর্জি স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। কারণ, উমাকান্ত স্কুলে পরীক্ষা চলাকালিন সময়ে একটি রুমে গার্ড ছিল না। এই সামান্ন ভুলের জন্য বদলি করা হয়েছিল। বিশ্বজিৎ পালকেও পশ্চিম জেলা জোনাল অফিস থেকে বামুটিয়াতে বদলি করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিশ্বজিৎ পাল ভুল করেছিলেন ডেপুটেশন অর্ডারে ১০৩২৩ এর একজন শিক্ষকের নাম ছিল। যদিও এই ভুল কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিশ্বজিৎবাবু সংশোধন করে নিয়েছিলেন।

তাহলে এখন পর্যন্ত প্রদীপ দেববর্মার বদলির তালিকায় বর্তমান কর্মস্থলে জায়গাটি কেন ঠিক করা হলো না প্রশ্ন তুলেছে খুদ প্রদীপ দেববর্মা এবং শিক্ষা সংগঠনের গেজেটেড সেকশন। আরও অভিযোগ দেবব্রত চক্রবর্তী সেকেন্ডারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে বসে বসে নানা ধরনের উল্টোপাল্টা বদলির তালিকা বানাচ্ছেন। যা নিয়ে শিক্ষা বিভাগের গেজেটেড সেকশন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। দেবব্রত চক্রবর্তীর এই অনৈতিক কাজের কি কোন ব্যবস্থা নেবেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এমনটাই প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষা গেজেটেড অফিসার ইনচার্জ। গেজেটেড অফিসারদের বক্তব্য হল যদি সামান্য ভুলের জন্য গেজেটেড সেকশন সেকেন্ডারি স্কুল এডুকেশন এর ব্রাঞ্চ অফিসার ইভা দাস, বিশ্বজিৎ পাল এবং স্বপন সরকাররা বদলি হতে পারেন তাহলে সমদোষে দোশি সেকেন্ডারি স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এর ব্রাঞ্চ অফিসার দেবব্রত চক্রবর্তী বদলি হবে না কেন?

লাইন

● প্রথম পাতার পর

বিবাহের উপযুক্ত হয়নি,তাই মহকুমার শাসকের পক্ষ থেকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়,যদিও অভিবাবকরা মহকুমার শাসক ও চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষকে প্রথমে সত্যতা স্বীকার না করলেও পরবর্তী সময়ে সত্যতা স্বীকার করেন নেন পাশাপাশি এই বাল্য বিবাহকে কেন্দ্র করে গোটা কিনাইছর এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করে,মহকুমার শাসক এর পক্ষ থেকে যথেষ্ট নিরাপত্তারক্ষী ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ায় কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি।

ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

কারা এ ঘটনা সংঘটিত করেছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পুলিশের কাছেও নেই।উল্লেখ্য শত্রুতার জেরে ফসল নষ্ট করে দেওয়া এবং ফার্মের মুরগি শর্টসার্কিট করে মেরে ফেলার মতো নাশকতামূলক ঘটনা ন্যাক্কারজনক।

গোল্ডেন বুট ভাগ করে নিতে চান এমবাপে

লিগ ওয়ানের এবারের আসরে দুজনের গোল সংখ্যা সমান, কিন্তু গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছে শুধু কিলিয়ান এমবাপেকে। তাই সমান গোল করা মোনাকোর ফরোয়ার্ড বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কারটি ভাগাভাগি করে নিতে চান পিএসজি তারকা এমবাপে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ফরাসি লিগের ২০১৯-২০ মৌসুম মাঝপথে বাতিল হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে। এমবাপে ও বেন ইয়েদের করেছেন সমান ১৮ গোল। তবে ওপেন প্লে থেকে এমবাপের গোল বেশি হওয়ায় গত শুক্রবার তাকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। বেন ইয়েদেরের তিনটি গোল ছিল পেনাল্টি থেকে।

অভিনন্দনের জন্য শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান এমবাপে। সেখানেই তার জাতীয় দলের সতীর্থ বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কার ভাগাভাগি করার ইচ্ছার কথা জানান ফরাসি ফরোয়ার্ড।"আপনাদের সবার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, বেন ইয়েদেরও পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য। প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে যেমন যৌথভাবে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছিল, আমাদেরও তাই করা উচিত।"গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন যৌথভাবে লিভারপুলের দুই ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ ও সাদিও মানে এবং আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তিন জনেরই গোল ছিল ২২টি করে।

এমবাপের এমন ভাবনার কারণে তাকে ধন্যবাদ জানান বেন ইয়েদের, "ধন্যবাদ ভাই, তোমাকে অভিনন্দন... তুমি চাইলে আমরা অদলবদল করতে পারি।"

গত মৌসুমেও ফরাসি লিগে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন এমবাপে। সেবার তিনি করেছিলেন ৩৩ গোল।

মেসি নয়, সর্বকালের সেরা মারাদোনা: কানাভারো

রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে অনেকে ইতিহাসের সেরা হিসেবেও দেখেন। বার্সেলোনা তারকার জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধ ফাবিও কানাভারোও; তবে সবসময়ের সেরার প্রশ্নে দিয়েগো মারাদোনাকে বেছে নিলেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুই আর্জেন্টাইনের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন কানাভারো। বর্তমানে চায়নিজ ক্লাব গুয়াংজু এভারগ্রান্দের কোচের দৃষ্টিতে মেসি হলেন সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার, আর ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক মারাদোনা সর্বকালের সেরা।

"আমি মেসিকে অনেক শ্রদ্ধা করি। নতুন প্রজন্মের জন্য সে অন্যতম সেরা, কিন্তু মারাদোনার কথা আলাদা কারণ তখনকার ফুটবল ছিল অন্য ধরনের। প্রতিপক্ষ তাকে প্রচুর লাথি মারত, কিন্তু সে সবসময় নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখত।"

"মেসি শীর্ষেই আছে, তবে মারাদোনা অন্য জগতের। আমি কখনই তাকে অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে তুলনা করি না।"

পেলের খেলা দেখেননি ৪৬ বছর বয়সী কানাভারো। তাই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিকে বিবেচনায় আনেননি ২০০৬ বিশ্বকাপ ও ওই বছরের ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারজয়ী এই সাবেক ডিফেন্ডার।

"আমি কখনও পেলের খেলা দেখিনি, তবে মারাদোনার খেলা দেখেছি। সাত বছর ধরে তার প্রতিটা ম্যাচ দেখেছি। সে অন্যতম সেরা নয়, সেই সেরা।"

বার্সেলোনার হয়ে একটি করে কোপা দেল রে, কোপা দে লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতা মারাদোনা ক্লাব ক্যারিয়ারে সেরা সময় কাটান নাপোলিতে। ইতালিয়ান দলটির হয়ে দুটি সেরি আ ও একটি করে উয়েফা কাপ, ইতালিয়ান কাপ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জেতেন তিনি।

ক্লাব ক্যারিয়ারে মেসির অর্জন অনেক। বার্সেলোনার হয়ে ১০টি লা লিগা ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ৩৪টি শিরোপা জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। তবে জাতীয় দলের হয়ে এখনও জিততে পারেননি কিছু।

স্পেনের শীর্ষ দুই লিগের ৫ ফুটবলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

স্থগিত ফুটবল মৌসুম মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনায় ধাক্কা খেয়েছে স্পেন। দেশটির শীর্ষ দুই লিগের পাঁচ জন ফুটবলারের করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।

তাদের কারও মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়নি বলে রোববার জানায় লা লিগা। তবে বিবৃতিতে কারো নাম জানানো হয়নি। আক্রান্তদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। টানা দুইবার কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলেই কেবল তারা পুনরায় অনুশীলনে যোগ দিতে পারবেন।

মার্চ থেকে স্থগিত থাকা মৌসুম আগামী জুনে পুনরায় শুরুর লক্ষ্য লা লিগা কর্তৃপক্ষের। সে লক্ষ্যে শুক্রবার থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন শুরু করে বার্সেলোনাসহ বেশ কয়েকটি ক্লাব।

বিশ্বব্যাপী আঘাত হানা কোভিড-১৯ মহামারীতে বাজেভাবে আক্রান্ত দেশগুলোর একটি স্পেন। বিবিসির তথ্য মতে, রোববার পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ২৪ হাজারের বেশি, মারা গেছেন ২৬ হাজার ৬২১জন।

সতীর্থদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ওয়ার্ন

ক্যারিয়ারে ছিল নানা বিতর্কিত ঘটনা। কিছু বিষয়কে কখনও পাত্তা দেননি শেন ওয়ার্ন। তবে একটি ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল কিংবদন্তি লেগ স্পিনারকে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে দল থেকে বাদ পড়া মেনে নিতে পারেননি তিনি। সতীর্থদের সামনে ভেঙে পড়েছিলেন কান্নায়।

২০০৩ বিশ্বকাপের আগে মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়েন ওয়ার্ন। হন এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ও জিম্বাবুয়েতে হওয়া সেই আসর শুরুর আগেই দেশে ফিরতে হয় তাকে।

যে মাদকের জন্য ওয়ার্ন নিষিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি নাকি ওজন কমানোর জন্য দিয়েছিলেন তার মা। ওয়ার্ন জানান, ধারণাই ছিল না এটার জন্য নিষিদ্ধ হবেন তিনি।

ফক্স ক্রিকেটের একটি আয়োজনে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (৭০৮টি) শুনিয়েছেন নিজের সেই দুঃস্মৃতির কথা।

"আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তাই দলকে জানাতেই হতো, যা ছিল খুবই কঠিন। কারণ আমি মাদকবিরোধী, আমি এসব নিতাম না, কখনও ছুঁয়েও দেখিনি।"

"বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছিলতাদের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটানোয় আমার খুবই খারাপ লেগেছে কারণ, আমরা সবাই ওই বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টায় ছিলাম। দলের সামনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। খুবই কষ্টকর ছিল।"

ওয়ার্নকে ছাড়াই সেবার অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপ জেতে অস্ট্রেলিয়া। ঘরে তোলে নিজেদের তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা।

নিষেধাজ্ঞা থেকে ওয়ার্ন ফেরেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে। পরের দুই বছরে ২৩.৪৯ গড়ে নেন ১৬৬ টেস্ট উইকেট।

'মেসি-রোনালদোর সিংহাসনে বসবে এমবাপে-নেইমার'

প্রায় এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করা লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো এগিয়ে চলেছেন ক্যারিয়ারের শেষ দিকে। সময়ের দুই সেরা ফুটবলারের রেখে যাওয়া আসনে দুই পিএসজি সতীর্থ নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপেকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস আর্সেন ভেঙ্গারের।

রেকর্ড ছয়বার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী মেসি, পাঁচবার ৩৫ বছর বয়সী রোনালদো। আর্সেনালের সাবেক ফরাসি কোচ ভেঙ্গারের মতে, তাদের যুগ প্রায় শেষের দিকে।

টকস্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন ৭০ বছর বয়সী ভেঙ্গার।

"মেসি ও রোনালদোর মত এমন ফুটবলার আমরা দেখিনি, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে তারা দারুণ সৃজনশীল হতে পারে। তারা এখন ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"এখন পরবর্তী প্রজন্মের সময় এবং তারা সম্ভবত ফ্রেঞ্চ। এই মুহূর্তে, এমবাপে এগিয়ে থাকতে পারে এবং অবশ্যই আমরা নেইমারের সম্পর্কে তো জানিই।"

২৮ বছর বয়সী নেইমার পিএসজির আগে দারুণ সফল সময় কাটান বার্সেলোনায়। এরপর প্যারিসে এসেও পেয়েছেন অনেক সাফল্য। পিএসজির গত তিন মৌসুমের সাফল্যে ব্রাজিলিয়ান তারকার পাশাপাশি সমান অবদান আছে ২১ বছর বয়সী এমবাপেরও।

২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপে ফ্রান্সের শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ক এমবাপে। জাতীয় দলের হয়ে নেইমার জিতেছিলেন ২০১৩ ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ। ২০১৬ রিও অলিম্পিকে দেশকে সোনা জেতাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

লঙ্কান অধিনায়কের মূল লক্ষ্য র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কার অবস্থান মাঝামাঝি, কিন্তু ওয়ানডেতে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা নিচের দিকে। র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের এমন অবস্থানে মোটেও সন্তুষ্ট নন দলটির ওয়ানডে ও টেস্ট অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে। দুই সংস্করণেই নিজেদের দেখতে চান শীর্ষ চারে।

চলতি মাসের শুরুতে র‍্যাঙ্কিংয়ের বার্ষিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। টেস্টে ৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে শ্রীলঙ্কা। ওয়ানডেতে আটে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, রেটিং পয়েন্ট ৮৫।

নিজেদের ওয়েবসাইটকে রোববার দেওয়া সাক্ষাৎকারে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির ভাবনার কথা জানান করুনারত্নে।

"র‍্যাঙ্কিং, র‍্যাঙ্কিং ও র‍্যাঙ্কিং এটাই এখন মূল লক্ষ্য। কেবল ওয়ানডেতে নয়, টেস্ট ক্রিকেটেও শ্রীলঙ্কার শীর্ষ চারে থাকা জরুরি।"

"পরোক্ষভাবে এটা দ্বারা সেমি-ফাইনাল বুঝায়, সম্ভবত শিরোপা থেকে দুই ধাপ দূরে থাকা। সেক্ষেত্রে নিজেদের দিনে ভালো করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব।"

র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের উন্নতির পাশাপাশি নিজের পারফরম্যান্স নিয়েও ভাবছেন করুনারত্নে। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সফল টেস্ট ওপেনার তিনি; ২০১৮ সাল থেকে ৪০.৯৬ গড়ে এক হাজার ৩৫২ রান করেছেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। এই সময়ে ওপেনারদের মধ্যে কেবল নিউ জিল্যান্ডের টম ল্যাথাম তার চেয়ে বেশি রান করতে পেরেছেন।

লাল বলের ক্রিকেটে আরও ভালো করার সম্ভাবনা ছিল তার। এই সময়ে ১২টি পঞ্চাশোর্ধ ইনিংসের মাত্র দুটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে পেরেছেন তিনি। এ নিয়ে অবশ্য তার কোনো আক্ষেপ নেই।

"৬৬ টেস্ট ম্যাচে আমার নয়টি সেঞ্চুরি। অনেকের মতে, আমি ২৪ হাফ-সেঞ্চুরির কয়েকটিতে সেঞ্চুরি করতে পারতাম বা আমার উচিত ছিল, আমার সেঞ্চুরির সংখ্যা তাতে বাড়ত। তবে আমি প্রতিটি ম্যাচ থেকে শিখছি। টেস্ট ক্রিকেট সর্বোচ্চ সংস্করণ এবং এটা পার্কে হাঁটার মত নয়। আমার লক্ষ্য ২৫ সেঞ্চুরি ও পঞ্চাশোর্ধ গড়।"

রোনালদোর চোখে ব্যালন ডি'অর প্রাপ্য ছিল যাদের

খেলোয়াড়ী জীবনে তাদের প্রাপ্তি অনেক। কিন্তু একটি অপূর্ণতা রয়ে গেছে, কখনও জেতা হয়নি ব্যালন ডি'অর। এমন পাঁচ জন সাবেক খেলোয়াড়ের কথা বলেছেন রোনালদো, বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারটা যাদের প্রাপ্য ছিল বলে মনে করেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি।

রোনালদো নিজে ব্যালন ডি'অর জিতেছেন দুইবার, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। ফিফা বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনবার, ১৯৯৬, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। তার মতে, ইতালির বিশ্বকাপজয়ী দুই ফুটবলার আলেস্সান্দ্রো দেল পিয়েরো ও ফ্রান্সেসকো তত্তি, দেশটির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার পাওলো মালদিনি, স্পেনের সাবেক তারকা ফরোয়ার্ড রাউল গনসালেস ও ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী রবের্তো কার্লোসের ব্যালন ডি'অর না পাওয়াটা ছিল অন্যায্য।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম লাইভে দেল পিয়েরোর সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের এমন ভাবনার কথা জানান বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রোনালদো।

করোনাভাইরাস: আক্রান্ত ব্রাইটনের আরেকজন

ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের আরেক ফুটবলারের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের দলটির তিন জন খেলোয়াড় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলেন।নতুন আক্রান্ত ফুটবলারের নাম জানানো হয়নি। গত শনিবার তার পরীক্ষা করানো হয়েছিল; ফল পজিটিভ আসায় আগামী ১৪ দিন সবার থেকে আলাদা থাকতে হবে তাকে। মহামারীর শুরুর দিকে ক্লাবটির দুইজন খেলোয়াড় আক্রান্ত হয়েছিলেন।এতদিন মাঠেই আলাদাভাবে অনুশীলন করে আসছিলেন ব্রাইটনের ফুটবলাররা। নতুন আক্রান্তের খবরের পরও ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, এভাবে অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারবেন সবাই।গত ১৩ মার্চ থেকে বন্ধ আছে প্রিমিয়ার লিগ। প্রতিটি ক্লাবের এখনও ৯টি করে ম্যাচ বাকি। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে জুনে লিগ মৌসুম চালু করার পরিকল্পনা চলছে। সে লক্ষ্যে আগামী সোমবার প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 27 July, 2020, Monday আগরতলা ২৭ জুলাই, ২০২০ ইং, ■ ১২ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কার্গিল যুদ্ধে সেনাবাহিনীর বীরত্বকে কুর্নিশ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): ২১ তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।ভারতের গর্ব, বীরত্ব এবং দৃঢ়চেতা নেতৃত্বে প্রতীক হচ্ছে কার্গিল বিজয় দিবস বলে জানিয়েছেন তিনি। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, যে সকল বীর সেনানী তাদের অদম্য সাহস ও বীরত্ব দিয়ে শত্রুপক্ষকে দুর্গম কার্গিল থেকে বিতাড়িত করেছিল সেই সব বীর সেনা জওয়ানদের প্রতি কুর্নিশ রইল। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সদা তৎপর বীর সেনানীদের জন্য সর্বদা গর্বিত ভারত। তাদের জন্যই কার্গিলে আজও উড়ছে তেরঙ্গা।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরের কার্গিল সেক্টরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কার্গিল, দ্রাস, বাটালিক সেক্টর, টাইগার হিল থেকে পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করেছিল ভারতীয় সেনা। প্রায় ৫০ দিন ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। অত্যাধুনিক বোফর্স কামান ব্যবহার করার পাশাপাশি ভারতীয় বায়ুসেনা প্রথমবার উপমহাদেশের যুদ্ধে লেজার গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল। এই যুদ্ধে গেম চেঞ্জার হয়ে উঠে আসে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিমান মিরাজ ২০০০। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী রাশিয়ার এ কে ফরটিসেভেন স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রে পরিবর্তে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হালকা আগ্নেয়াস্ত্র ইন্সাস রাইফেল ব্যবহার করেছিল।

কার্গিল যুদ্ধে অটলবিহারী বাজপেয়ীর ভূমিকার প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর মুখে

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কার্গিল যুদ্ধে যখন পাকিস্তানকে সামরিক বাহিনী হারিয়েছিল তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী বলে জানিয়েছেন তিনি।

মন কি বাতের ৬৭ তম পর্বে স্বর্গীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর একটি পুরনো অডিও ক্লিপ শোনানো হয়।যেখানে তিনি বলেছিলেন, ''মহাত্মা গান্ধী একটি মন্ত্র আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। কি করবো আর কি করবো না মধ্যে যখন দোলাচল তৈরি হবে তখন আমরা দেশের দরিদ্র্য ব্যক্তির কথা ভাববো। আমাদের পদক্ষেপ দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্রতা মোচনে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে কিনা তার ওপরই নির্ভর করবে সিদ্ধান্ত। কার্গিল যুদ্ধ আমাদের আরও একটি মন্ত্র দিয়ে গেল কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই সেনা জওয়ানের সম্মানের কথা ভাববো যে নিজের জীবন দেশকে রক্ষা করার জন্য পাহাড়ে আত্মত্যাগ করেছিলেন।'' কার্গিল যুদ্ধের পরে অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ এই কথাগুলো বলেছিলেন। এদিন এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, আমাদের শব্দবন্ধ এবং পদক্ষেপ সেনাবাহিনী এবং তাদের পরিবারের ওপর গভীরভাবে ছাপ ছেড়ে গিয়েছে।এটা যেন দেশবাসী না ভুলে যায়। এই কথাগুলো ভুলে গিয়ে অনেক সময় সামাজিক মাধ্যমে এমন কিছু পোস্ট করা হয় যা দেশের জন্য বিপদজনক।বর্তমান সময়ের যুদ্ধ শুধু সীমান্তেই লড়াই হয় না, তা বিভিন্ন পর্যায়ে চলে।জনগণের ভূমিকা এতে রয়েছে।

রবিবার সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক নিজ অফিস কক্ষে বসে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখেন। ছবি- নিজস্ব।

কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা, মন কি বাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে নজর ঘোরানোর জন্য কার্গিল আক্রমণ করেছিল পাকিস্তান বলে মান কি বাত অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার মন কি বাত এর ৬৭ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আজ দেশজুড়ে কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। ২১ বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী কার্গিল যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধ লড়া হয়েছিল, তা কোনদিন ভারত ভুলে যাবে না।নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে নজর ঘোরানোর জন্য ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করার অশুভ চক্রান্ত কষে ছিল পাকিস্তান।ভারত সেই সময় পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্যতা রাখতে চেয়েছিল।কিন্তু কথায় বলে দুষ্টুরা কোন রকম যুক্তি ছাড়াই সকলের সঙ্গে শত্রুতা জারি রাখে।ভাল সময়ও এমন ধরণের লোকেরা নেতিবাচক ভাবনার বশবর্তী হয়। পাকিস্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা এ রকমই। তাইতো ভারত যখন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তখন পিঠে ছুরি মেরেছে পাকিস্তান। কিন্তু গোটা বিশ্ব সাক্ষী থেকেছে ভারতীয়দের সাহসিকতা এবং শক্তির। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন শত্রুপক্ষ পাহাড়ের ওপরে বসে ছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুউচ্চ মনোবল এবং সত্যের প্রতি অবিচলতা পাহাড়ের দুর্গম শৃঙ্গকেও স্বচ্ছন্দে জয়লাভ করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২৬ জুলাই ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারত। সেনাবাহিনীর বীরত্ব এবং মনোবল সেই সময়ের সাক্ষী থেকেছে গোটা বিশ্ব।১৯৯৮ সালে বাসে করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী লাহোর যাত্রার এক বছর পরেই এই যুদ্ধ বেধে ছিল। ভারত যখন পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময় ভারতের পিঠে ছুরি মেরে ছিল পাকিস্তান। যুদ্ধ চলাকালীন নওয়াজ শরীফ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সহায়তা চেয়ে ছিলেন।কিন্তু কোন লাভ হয়নি। যুদ্ধের শেষে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।ক্ষমতাচ্যুত হন নওয়াজ শরীফ।

পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক রূপে আত্মপ্রকাশ হয় জেনারেল পারভেজ মুশারফের।সেই সময়ের এক সাক্ষাৎকারে পারভেজ মুশারফ মেনে নিয়েছিলেন যে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। তার এই বক্তব্যের পরেই উপমহাদেশ সহ গোটা বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কার্গিল এর যুদ্ধ ৫০ দিন ধরে চলেছিল। সেনাবাহিনী ছাড়াও বায়ু সেনাকে এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই যুদ্ধে ভারতীয় সামরিক বাহিনী অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং রণনীতি অবলম্বন করেছিল যা উপমহাদেশীয় যুদ্ধে যুগান্তকারী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

মধুপুরে আশি হাজার গাঁজা চারা ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। সিপাহী জলা জেলার মধুপুর থানা এলাকার কোনাবন এবং ভাটিবাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮০হাজার গাজার চারা ধ্বংস করে দিয়েছে মধুপুর থানার পুলিশ।জানা যায় কোনাবন ও ভাটিবাড়ী সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে ব্যাপক হারে গাঁজার চাষ শুরু হয়েছে। সরকার ও প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবৈধ গাঁজার চাষ চলতে থাকায় মধুপুর থানার পুলিশ সেখানে হানা দেয়। হানা দিয়ে প্রচুর গাজার নার্সারি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে প্রায় ১০ কানি জায়গায় গাজার যারা ধ্বংস করা হয়। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার রাজ্যে গাঁজা চাষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লোকজনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের মানুষজন অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে গাঁজা চাষ শুরু করে দিয়েছে। তাতে প্রশাসন রীতিমতো বিব্রত।যেসব জায়গায় গাঁজা চাষ শুরু হয়েছে ওইসব জায়গায় গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান আরো জোরদার করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

সাদামাটা ভাবেই পালন করা হবে কুরবানির ঈদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আগামী ১লা আগস্ট পবিত্র ইদ উৎসব। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কুরবানী ইদ। গোটা বিশ্বে সাথে রাজ্যেও পালিত হবে ইদ। কিন্তু বাধ সাধছে করোনা ভাইরাস। অন্যান্য বছর ঘটনা করে ঈদ উৎসব পালন করা গেলেও এবছর তা হচ্ছে না। তবে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী নিয়মনীতি মেনেই রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় পালিত হবে ইদ।

তবে কোথাও যেন জমায়েত না হয় এরজন্য আগে থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হবে। আগরতলা শহরের গেদু মিঞার মসজিদ, চিত্তরঞ্জন এলাকার মসজিদ, চন্দ্রপুর, ইন্দ্রনগর মসজিদ সর্বত্রই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

নামাজ পাঠের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ মানা হবে। যদিও এখন অব্দি রাজ্য সরকারের তরফে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তার আগে থেকেই মসজিদগুলিতে প্রস্তুতি শুরু হয়

গেছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম উৎসব কুরবানি ইদ। চলতি বছরে ইদ-উল-ফেতর ও করোনার কারণে তেমন ভাবে উদযাপিত করা হয়নি। করোনাকে মোকাবিলা করেই পবিত্র উ১সবে সামিল হবেন সমস্ত মুসলিম দর্মাবলম্বীরা। এদিকে মসজিদগুলিতে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। চন্দ্রপুর, ইন্দ্রনগর মসজিদগুলিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ইদ উৎসবে মাততে প্রস্তুত গোটা রাজ্য।

যোরহাট সেন্ট্রাল জেলের ছয় কয়েদি ও দুই কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত

যোরহাট (অসম), ২৬ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট সেন্ট্রাল জেলে ছয় কয়েদি সমেত দুই কর্মচারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। দুই কর্মচারীর মধ্যে একজন ফার্মাসিস্ট এবং অন্যজন কনস্টেবল বলে জানা গেছে। তাঁদের সোয়াব নমুনা টেস্টের জন্য আগেই নেওয়া হয়েছিল। টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তাঁদের। ফলে জেল পরিসরে করোনা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে যোরহাটের জেলাশাসক রশ্মি করাতি জানিয়েছেন, শনিবার যোরহাট জেলায় নতুন করে ৬৭ জনের শরীরে করোনার ভাইরাস ধরা পড়েছে। এঁদের কারোর কোনও ভ্রমণ ইতিহাস নেই। শুক্রবার ১০৫ জন পজিটিভ কেস ধরা পড়েছিল। তাদের মধ্যে ১০৩ জনের নেই কোনও ভ্রমণ ইতিহাস। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জেলা প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অন্যদিকে যোরহাট সেন্ট্রাল জেল সূত্রে জানা গেছে, জেলের ছয় করোনা আক্রান্ত কয়েদির মধ্যে একজনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাকে করোনা কেয়ার সেন্টারে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। বাকি পাঁচ করোনা আক্রান্তকে জেলের ভেতরেই অন্য একটি রুমে আইসোলেশন করে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্ত ছয় কয়েদিকে অন্য কয়েদিদের সংস্পর্শে যেতে দেওয়া হয়নি। তাদের আদালত চত্বর থেকে সোজা জেলে ঢোকানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য, যোরহাটে এখন অবধি মোট ১,৩৪১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫৬৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ৭৬৯ জনের এখনও চিকিৎসা চলছে।

জাতপাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করল আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে শিখ ও জাঠদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবার এই বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আমরা বাঙালি দল। দলের রাজ্য কমিটি এই বক্তব্যকে কোন ভাবেই সমর্থন করেন। রবিবার শিবনগর কলেজরোডস্থিত দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান দলের রাজ্য সচিব গৌরাহগ রুদ্র পাল।

তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী একবার নয়, এর আগেও আসাম সহ অন্যান্য রাজ্যের বিজেপি সাংসদ, বিধায়করা বিভিন্ন জাত নিয়ে বেফাস মন্তব্য করেছেন। তা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে জানান। আমরা বাঙালি এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও ভবিষ্যতে এই দরনের মন্তব্য থকে বিরত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানান গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল।

রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মারকে কার্গিল যোদ্ধাদের স্মরণ রাজনাথের, টুইট করে কুর্নিশ নাইডুর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানী দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মারকে গিয়ে বীর শহীদ সেনানীদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তিন বাহিনীর প্রধানরা।এছাড়াও টুইট করে শহীদ জাওয়ানদের স্মরণে স্মৃতিচারণ করেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবাসরীয় সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, কঠিনতম পরিস্থিতির মধ্যে দেশকে রক্ষার জন্য যে সকল বীর সেনানী লড়াই করে গিয়েছেন কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে তাদের প্রত্যেককে কুর্নিশ জানাই। রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মারক বা নেশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে গিয়ে শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ এর পর রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, গর্বের পরম্পরার উৎসব হচ্ছে কার্গিল বিজয় দিবস। দেশবাসী তার বীরদের আত্ম বলিদানকে কোনদিন ভুলবে না। কার্গিল যুদ্ধ ছিল ভারতের আত্মমর্যাদা, বীরত্ব এবং দৃঢ়চেতা নেতৃত্বের প্রতীক। এই যুদ্ধ উৎকৃষ্ট সামরিক কৌশল, অনুকরণীয় বীরত্ব এবং বলিদান সেই গৌরবজ্জ্বল পরম্পরাই প্রতীক। এই দিবস ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্য, বীরত্বের উৎসবের উদযাপন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মারকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়ক।তিনি জানিয়েছেন, সেই সকল বীরদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি যারা দেশকে রক্ষার্থে নিজের জীবনের বলিদান দিয়েছেন। গবেষণা, উদ্ভাবন এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব আগামী দিনে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করবে।

উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ২১ তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাই। তাদের জন্যই রাষ্ট্র বিজয় কীর্তি অর্জন করতে পেরেছিল। দেশের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে যে সকল সেনা জওয়ান আত্ম বলিদান দিয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রইল।উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরের কার্গিল সেক্টরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কার্গিল, দ্রাস, বাটালিক সেক্টর, টাইগার হিল থেকে পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করেছিল ভারতীয় সেনা। প্রায় ৫০ দিন ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। অত্যাধুনিক বোফর্স কামান ব্যবহার করার পাশাপাশি ভারতীয় বায়ুসেনা প্রথমবার উপমহাদেশের যুদ্ধে লেজার গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল। এই যুদ্ধে গেম চেঞ্জার হয়ে উঠে আসে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিমান মিরাজ ২০০০।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর শহীদদের কুর্নিশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (হি. স.): ২১ তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর সেনানীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্ভীক অঙ্গীকার এবং সামরিক বাহিনীর অসাধারণ বীরত্বের প্রতীক হয়ে থাকবে কার্গিল বিজয় দিবস বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, সামরিক বাহিনীর নির্ভীক অঙ্গীকার এবং অসাধারণ বীরত্বের প্রতীক হয়ে থাকবে কার্গিল বিজয় দিবস।ভারত মাকে রক্ষার্থে শত্রুপক্ষকে পর্যদুস্ত করতে যেসকল সেনানী নিজেদের জীবনের চরম বলিদান দিয়েছেন। তাদের কুর্নিশ জানাই। দেশ চিরকাল বীরসেনানী এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে সামরিক বাহিনীর বীরত্ব এবং অঙ্গীকারবোধকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ১৯৯৯ সালে এই সকল বীর সেনানীদের জন্যই আমাদের দেশ রক্ষা পেয়েছিল।তাদের অসাধারণ সাহসিকতা ও বীরত্বের গাঁথা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরের কার্গিল সেক্টরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কার্গিল, দ্রাস, বাটালিক সেক্টর, টাইগার হিল থেকে পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করেছিল ভারতীয় সেনা।প্রায় ৫০ দিন ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।